ইসরাইলিরা

সারে-জমিন



APONZONE

Bengali Daily

নিউটাউনে গুলি করে খুন ব্যবসায়ীকে, সরব নওশাদ রূপসী বাংলা



91999

ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪: দিশাহারা হয়ে পড়েছেন ট্রাম্প সম্পাদকীয়



বদল নয় বদলা চাই, হুমকি তৃণমূল বিধায়কের

সাধারণ

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, তবুও সুপার সিক্সে মহামেডান স্পোটিং

খেলতে খেলতে

১৭ ভাদ্র ১৪৩১ ২৭ সফর, ১৪৪৬ হিজরি সম্পাদক জাইদল হক

সোমবার

২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Vol.: 19 ■ Issue: 238 ■ Daily APONZONE ■ 2 September 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আকবরকে 'মহান' বলা সব বই পুড়িয়ে ফেলা হবে: রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্ৰী



আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার বলেছেন, মঘল সম্রাট আকবরকে মহিমান্বিত করে লেখা সব বই পুড়িয়ে ফেলা হবে। মোহনলাল সুখদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে উদয়পুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আকবরকে মহারানা প্রতাপের সাথে তুলনা করা রাজপুত যোদ্ধা রাজা এবং রাজস্থানের গর্বের অপমান। তিনি মহারাণা প্রতাপকে জনগণের রক্ষাকর্তা হিসাবে উল্লেখ করেন, যিনি কখনই মাথা নত করতে রাজি হননি। আকবর নিজের লাভের জন্য বহু লোককে হত্যা করেছেন বলে আকবরকে 'মহান' বলা বোকামি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দিলাওয়ার বলেন, রাজস্থানের কোনও বড় শত্রু নেই যারা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আকবরের প্রশংসা করেন এবং তাকে "মহান" বলেন।

ধর্ষকের ফাঁসি দিতে বিল কি ধর্ষণ মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা কোনও চিরকালীন সমাধান নয়

সপ্তাহে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য একটি বিল উত্থাপন করতে প্রস্তুত। রাজ্য পরিচালিত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের পর থেকে কলকাতায় সাম্প্রতিক স্মৃতিতে দেখা যায়নি, এমন প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর থেকেই তৃণমূল – সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা – সবাই ধর্ষকদের জন্য ফাঁসি দাবি করে এক সুরে কথা বলেছেন। তৃণমূলের এই ভঙ্গি রাস্তায় ক্ষোভ উগরে দিলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা কোনও সমাধান নয়, এই ধরনের অপরাধ কমবে না। আইনি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসির গবেষণা পরিচালক অর্ঘ্য সেনগুপ্ত সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন. আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কী ধরনের সমাজ নির্মাণ করছি? যখন বিচারকরা জানেন যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৃত্যু, তখন তারা একটি অপরিবর্তনীয় ভূলের ভয়ে আরও দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিলে সব ধর্ষণ মামলাকে খুনের সমতুল্য গণ্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ন্যুনতম শাস্তি হবে

আপনজন ডেস্ক: বাংলার মখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই



যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ এর আগে সমস্ত ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে বিল তৈরি করেছিল। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় তা পাশ হলেও তারা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়নি। একই পরিণতি এড়াতেই বাংলার বিলে যাবজ্জীবন মেয়াদের বিকল্প চালু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি স্পিকারকে বলব বিশেষ অধিবেশন ডাকতে এবং ১০ দিনের মধ্যে ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করতে আইন।' গত বুধবার মমতা বলেন, আমরা বিলটি রাজ্যপালের কাছে পাঠাব। কিন্তু আমি জানি উনি (রাজ্যপাল) কিছু করবেন না। তবে তাকে স্বাক্ষর করতে হবে। না হলে রাজভবনের সামনে বসবেন মহিলারা। এবার তিনি তা বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারবেন না।

লিগ্যাল পলিসির গবেষণা পরিচালক অর্ঘ্য সেনগুপ্ত আইনটি কার্যকর হওয়ার জন্য গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত সংস্কার দরকার, নতজানু প্রতিক্রিয়া নয়। প্রতিটি মামলার খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনা না করে আইন চাপিয়ে দিলে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হতে পারে। ব্রিটেনের ব্যাম্পটন হাই সিকিউর হাসপাতালের ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. পঞ্চজন্য ঘটকও একমত। যিনি কারাগারে থাকা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা ডা. ঘটক বলেন, আইন প্রণয়নের এই তাড়াহুড়ো অপরাধ, বিশেষত মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখায়। মৃত্যুদণ্ড, প্রায়শই প্রতিরোধক হিসাবে বিবেচিত হয়, বারবার অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তিনি

আরও বলেন, যৌন অপরাধ একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং উন্নত দেশগুলো অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে যে এটি মোকাবেলার জন্য পদ্ধতিগত, ক্লিনিকাল পদ্ধতি প্রয়োজন। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিলটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও জনসমক্ষে আসেনি। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা কলিন গনজালভেস বলেছেন, বিলটি পাস হলে তা সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক হবে যা মূলত অসাংবিধানিক। এটি বিবেচনার জন্য কোনও অবকাশ রাখে না। তিনি বলেন. সুপ্রিম কোর্টে আফজল গুরু ও ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করেন গনজালভেজ। ২০০১ সালের সংসদ হামলার জন্য গুরুকে ২০১৩ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং কলকাতায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য ২০০৪ সালে চ্যাটার্জিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ড ন্যায়বিচার নয়। এটা বর্বরতার কাছে সমাজের আত্মসমর্পণ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা হাইকোর্টের এক ফৌজদারি আইনজীবী বলেন, আইনগতভাবে, এই বিলটির জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হবে, তবে এটি পাস হলেও এটি খুব বেশি অর্থবহ হবে না।

৩ লক্ষ টাকার চেক, নগদ ৬০ হাজার টাকা প্রদান

নিহত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি সাংসদের

সুভাষ চন্দ্ৰ দাশ 🔵 বাসন্তী আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর যুবক সাবির মল্লিক পেটের তাগিদে সুদূর হরিয়ানা রাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল উপার্জন করে পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের। গত ২৭শে আগস্ট পরিযায়ী শ্রমিক গোরক্ষা কমিটির হাতে নৃশংসভাবে খুন হয় বলে অভিযোগ। হরিয়ানার চখরি দাদরির বস্তিতে কাগজ কুড়ানোর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা সাবির মল্লিককে গোমাংস রান্নার করার সন্দেহে তাকে পিটিয়ে মারে গোরক্ষকরা। এই নৃশংস খুনের ফলে অকালে ঝরে গেছে একটি তরতাজা বাঙালি যুবকের প্রাণ। অন্যদিকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাসম্ভীর ওই যুবকের পরিবার বর্তমানে অসহায়। রবিবার দুপুরে প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের বল্লারটোপ গ্রামে অসহায় পরিবারের পাশে হাজির হলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার সহ রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, মাইনোরিটি ভোকেশনাল ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান সাবির গফফার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী, কামাল উদ্দিন লস্কর, সমাজসেবী মন্ট্র গাজী, শ্রীদাম মন্ডল, তাপস মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন দুপুরে মৃতের পরিবারের কাছে এই বিশেষ প্রতিনিধি দল পৌঁছায়। এদিন মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে



বল্লারটোপে নিহত সাবির মল্লিকের বাড়িতে সাংসদ সামিরুল ইসলাম





দেওয়া হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে ৩ লক্ষ টাকা ওই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের তরফে ৬০ হাজার টাকার অনুদান তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও রাজ্যসভার সাংসদ জানিয়েছেন, দরিদ্র পরিবারের জন্য যাতে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা যায় সেই ব্যবস্থাও করা হবে। হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।



প্রথম নজর

পুলিশ দিবসে হেলমেট বিলি জলঙ্গিতে



সজিবল ইসলাম 🔵 ডোমকল আপনজন: পুলিশ দিবস উপলক্ষে হেলমেট বিতরণ ও সেভ ড্রাইফ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করলো জলঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৌশিক পাল।রবিবার বিকেলে জলঙ্গী থানার ভাদুড়িয়াপাড়া বাজারে এলাকার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পথযাত্রা করেন ওসি কৌশিক পাল সহ পুলিশ বাহিনী।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মোঃ আরিফ বিল্লাহ সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। পথযাত্রা শেষে বিনা হেলমেটে বাইক চালকদের হেলমেট উপহার দেওয়ার পাশাপশি বিনা হেলমেটে যেনো বাইক না চালায় সেই বার্তা এদিন দেন।বাজারের সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার জন্য। এদিনের কর্মসূচি শেষে বিশিষ্ট সমাজসেবী মোঃ আরিফ বিল্লাহ বলেন, সময়ের থেকে জীবনের মূল্য বেশি তাই ,হেলমেট পরে বাইক চালান পাশাপশি পুলিশের এহনও উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন সব সময় পুলিশ যেভাবে সাধারণ মানুষের সেবা দিয়ে আসছেন তাতে করে তাদের যত বেশি

হরিহারপাড়া ব্লক জমিয়তের কমিটি গঠন

ধন্যবাদ জানায় সেটা কম হবে।



জাকির সেখ

মূর্শিদাবাদ আপনজন: রবিবার মূর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের কেদারতলায় সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে ব্লক জমিয়তে উলামার কমিটি গঠন করা হলো। সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি নাজমুল হক সাহেব, মাওলানা মোজাফফর খাঁন। ২০২৪-২৫ টার্মে ব্লকে সদস্য সংগ্রহ করা হয় এক লক্ষ আঠারো হাজার একশত। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্লক জমিয়তে উলামার সভাপতি নির্বাচিত হয় মাওলানা আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক মুফতি ইসরাইল সাহেব, সহ সম্পাদক হাফেজ সাইমুদ্দিন ও হাফেজ নজরুল ইসলাম। এছাড়াও ব্লক কমিটির বিভিন্ন পদে আরও অনেকেই নিৰ্বাচিত হয়। সভায় মুফতি নাজমুল হক সাহেব সকল সদস্য ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক আলোচনা করেন এবং সকলকৈই ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার করান।

পুরুশুড়া ব্লক তৃণমূলের ধর্না



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 হুগলি **আপনজন:** হুগলি জেলার পুরুশুড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আর জি কর মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনিদের ফাঁসি চাই। এই উপলক্ষে প্রতিবাদ মিছিল ও ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্বে ছিলেন ব্লক সভাপতি যশবন্ত ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ্ব শেখ মেহবুব রহমান সহ অন্যান্য শাখা সংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ধর্ষণে দোষীদের ফাঁসি চাই দাবি করে কুলি টোরাস্তায় মিছিল



সাবের আলি

বডঞা আপনজন: আর জি কর কাণ্ড নিয়ে যখন গোটা রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাস্তায় নামছে মহিলা ডাক্তারের নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণের কাণ্ডের প্রতিবাদে। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস মহিলারা মিছিল করলেন আরজি কর কান্ডের ঘটনা নিয়ে।মিছিলে পা মেলান তৃণমূল উত্তরের ব্লক সভাপতি গোলাম মুর্শিদ জজ, বড়ঞা (উঃ) মহিলা নেত্রী ফেন্সি বেগম, ও ব্লক নেত্রী টলি বেগম। দাবি একটাই আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসি। ইতিমধ্যেই আরজিকরে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার তদস্তভার দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সিবিআই কোন সদত্তর দিতে পারেনি তারই প্রতিবাদে রাস্তায়

তৃণমূল কংগ্রেস। এবার মহিলা সংগঠনের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে সিবিআই ধিক্কার। তাদের দাবি আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি (ফাঁসি) দিতে হবে। পাশাপাশি তণমল কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক আর জি কর ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে তাদের কেউ ধিক্কার জানান

দোষীদের ফাঁসির দাবিকে সামনে রেখে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের সহ বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের মিছিল বের হয়। যেখানে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থ মিছিলে পা মেলান।

বন্ধ প্রত্যাহার করল আদিবাসী যৌথ মঞ্চ



অমরজিৎ সিংহ রায় 🔎 বালুরঘাট আপনজন: বনধ প্রত্যাহার করে নিল আদিবাসী যৌথ মঞ্চ। বোর্ডের পরীক্ষা থাকার কারণে আগামীকালের বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেই সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে যে দাবিগুলির কারণে বন্ধ ডাকা হয়েছিল সেগুলির সমাধান না হলে আগামীতে পুনরায় বন্ধ ডাকা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে উল্লেখ্য, এক পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের গাংগুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিষহরি ডাঙ্গা এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শান্তির দাবিতে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বন্ধ এর ডাক দেয়া হয়েছিল আদিবাসী সংগঠনের তরফে। তবে

সোমবার বোর্ডের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সেই বন্ধ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে। এদিন বালুরঘাটে জেলা পলিশ সপারের দপ্তরে এবিষয়ে বৈঠক করাহয় আদিবাসী সংগঠনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে বন্ধ প্রত্যাহারের বিষয়টি জানানো হয় সংগঠনের তরফে।

এ বিষয়ে সংগঠনের তরফে অরুন কুমার হাঁসদা জানান, 'আগামীকাল বোর্ডের পরীক্ষা রয়েছে। পাশাপাশি আমরা যে সমস্ত দাবিগুলো রেখেছি সেগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এর জন্য কিছু সময় দেয়া হয়েছে। সেই কারণে আমরা বন্ধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে নির্ধারিত সময়ের পরেও যদি সেগুলো বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পরবর্তীতে আমরা বন্ধ এর বিষয়ে

ভাবনা চিন্তা করব।'

শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগানোয় পুড়ে মৃত্যু জামাই সহ চারজনের

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর বাহালনগরে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় পুড়ে মৃত্যু হল অভিযুক্ত জামাই, এক শিশু সহ চারজনের। শুক্রবার রাতের ঘটনায় ক্রমেই বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতরা হলেন কোবরা বিবি(৬২), তাহেরা বিবি(২৮), রমজান সেখ(৪০) এবং তৌসিক সেখ(৪)।তাদের মধ্যে জামাই রমজান সেখের বাড়ি সাগরদিঘী থানার করাইয়া গ্রামে। বাকিদের বাড়ি বাহালনগরে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন আগেই করাইয়া গ্রামের রমজান সেখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বাহালনগর গ্রামের মেয়ের। কিন্তু বছর দুয়েক আগেই মৃত্যু হয় স্ত্রীর।

তারপর থেকেই শ্যালকের স্ত্রীর

সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠে রমজান

পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে

শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি

সেখের। বেশ কিছুদিন থেকে

রাজু আনসারী 🔵 অরঙ্গাবাদ



হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার পর রমজান শেখ শ্বশুর বাড়ি গেলে পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। হাতাহাতি মারপিট হতে না হতেই হঠাৎ জামাই রমজান শেখ পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বাড়িতে। সেই আগুনে অভিযুক্ত রমজান শেখ সহ ৬ থেকে ৮ জন পুড়ে দগ্ধ হয়ে যায়। জরুরী ভিত্তিতে তাদের উদ্ধার করে সাগরদিঘী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণ হারায় তৌসিক সেখ নামে ছোট্ট শিশু। ক্রমশ অবস্থার অবনতি হওয়ায় সকলকেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। শুক্রবার রাতেই সেখানে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়। মারা যান অভিযুক্ত জামাই রমজান শেখ।

রাতে নিউটাউনে গুলি করে খুন ব্যবসায়ীকে, সরব নওশাদ

নিউটাউনে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হলেন নাসিরউদ্দিন মণ্ডল। হয়েছেন। তার বাড়ি ভাঙডের পোলেরহাট থানার অন্তর্গত টোনাউড়িয়া পাড়ায়। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, শনিবার রাতে নিউটাউনে ইকো পার্কের সামনে সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নাসিরউদ্দিন। সেই সময় বাইকে করে এসে দুজন দুষ্কৃতী ওই যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রাই ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। লোকজনের ভিড় দেখে চম্পট দেয় আততায়ীরা। এরপর আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রাই। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে দুজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেরায় বেশকিছু অসংগতি পায়। সেই কারণে কাজী রফিকুল ইসলাম

নামে তার বিজনেস পার্টনারকে

গ্রেফতার করে ইকোপার্ক থানার

ভাঙড়ের বাসিন্দা নিহত নাসির

পুলিশ। খবর পেয়ে রবিবার

উদ্দিন মণ্ডলের পরিবারের

আপনজন: শনিবার গভীর রাতে



সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙ্গড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি অভিযোগ করেন, জানান সাধারণ মানুষের ন্যুনতম নিরাপত্তাটুকুও অবহেলিত। এই খুনের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আইএসএফ চেয়ারম্যান ও স্থানীয় বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী মতের পরিবারের সাথে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আসেন। পুলিশ ইতিমধ্যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে চিহ্নিত করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও প্রয়োজনে

আইনি সহায়তা সহ যে কোন প্রয়োজনেএই পরিবার চাইলে তিনি তা প্রদান করবেন বলে পরিবারটিকে জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, পুলিশ যদি তদন্তে গডিমসি করে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনে যাওয়া হবে বলে। তবে আশা প্রকাশ করেন, পুলিশ শীঘ্রই এই তদন্তের কাজ শেষ করে প্রকৃত খুনিদের গ্রেফতার করবে। ভাঙড়ের বিধায়কের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য রাইনুর হক মোল্লা, স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যা সহ আইএসএফের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন।

আরজি কর কাণ্ডে ধর্ষকের ফাঁসি ও কেন্দ্রের নয়া আইনের দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 স্বরুপনগর আপনজন: মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্যজুড়ে শুক্র, শনি ও রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকরা অবস্থান বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। রবিবার আরজি করের নৃশংস ঘটনার দ্রুত বিচার এবং অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তির (ফাঁসি) দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের কৈজুড়ি স্কুল মাঠ থেকে কৈজুড়ি দক্ষিণপাড়া স্কুল মাঠ পর্যন্ত মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন স্বরুপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ডু। শনিবার তেঁতুলিয়া শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে

স্বরুপনগর দক্ষিণ ব্লক তৃণমূলের

কলেজ গেট থেকে তেঁতুলিয়া

সভাপতি কিংকর মন্ডল। তেঁতুলিয়া



অনুসূয়া মন্ডল সহ অন্যান্যরা। উভয় মিছিল থেকে উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা সংক্ৰান্ত কেন্দ্ৰীয় আইন

বাংলা বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে সরব হন। মিছিল থেকে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায়। 'ধর্ষকের ফাঁসি চাই, উই ওয়ান্ট জাস্টিস' ইত্যাদি প্লাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে অনেককেই মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়। স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডলের ব্যবস্থাপনায় দুই প্রতিবাদ মিছিলেই উপস্থিত ছিলেন কয়েকশ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। মিছিলে মহিলাদের যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল।

নাবালিকা রোগীর শ্লীলতাহানি, উত্তপ্ত হাওড়া



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 হাওড়া আপনজন: নাবালিকা রোগীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপারের পদত্যাগের দাবিতে এবার সুপারকে ঘিরেই তুমুল বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাম যুব কর্মীরা। তাদের দাবি এই ঘটনায় সুপারকে অপসারণ করতে হবে। সুপার ডা: নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ চলছে। এর জেরে তীব্র উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে। উল্লেখ্য, হাওড়া জেলা হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় রবিবার সকালে হাসপাতালের ইমারজেন্সি গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। বাম নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদিন উপস্থিত ছিলেন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। তাদের অভিযোগ, হাওড়া জেলা হাসপাতালে ১৩ বছরের নাবালিকার সাথে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসারত অবস্থায় সিটি স্ক্যান করার সময় তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে কিন্তু সরকারি হাসপাতালে আবার এই ধরনের ঘটনায় সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা কোথায়?

লালবাগ ও ভগবানগোলায় অবস্থান বিক্ষোভ



সারিউল ইসলাম

মূর্শিদাবাদ আপনজন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক খনের ঘটনার তদস্তভার গ্রহণ করেছে সিবিআই। প্রায় ২০ দিন অতিক্রান্ত হলেও দীর্ঘদিন ধরে ধীর গতিতে তদন্ত করার কারণে বিরোধীরা এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের ফাঁসির দাবিতে শনিবার প্রতিবাদ মিছিল করা হয় দুই ব্লকেই। রবিবার লালবাগে বিডিও অফিসের সামনে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক মহিলা তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদিকা শাওনী সিংহ রায়, ব্লক সভাপতি গোলাম মহম্মদ আকবরী সহ ব্লকের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতারা। অন্যদিকে ভগবানগোলা এক ব্লক তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় রামবাগ বাসস্ট্যান্ড নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান। রবিবার মহিলা তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভে শাওনী সিংহ রায়ের পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক তথা ব্লক সভাপতি রেয়াত হোসেন সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য আবু সায়েম রিপন প্রমুখ।

চিকিৎসক খুনে দ্রুত বিচার চেয়ে পথে মহিলা তৃণমূল



মোহাম্মদ সানাউল্লা

লোহাপুর আপনজন: আর জি করের ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সি বি আইয়ের তদন্তে গাফিলতি। সেই সঙ্গে শান্ত বাংলাকে অসন্ত করার চক্রান্তে বিজেপির বিরুদ্ধে এবার পথে নেমে প্রতিবাদে সরব মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল ও পথ সভা হয় লোহাপুর বাজারে। সেখানে নেতৃত্ব দেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ চন্দ্রানী দত্ত। সহযোগিতায় ছিলেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের পাঁচজন কোর কমিটির আহ্বায়ক রেজাউল হক, সম্পাদক আবু জাহের রানা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। তৃণমূলের ব্লক মহিলা সভানেত্রী চন্দ্রানী দত্ত বলেন, আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ। চিকিৎসা খুনের ঘটনায় এতদিন পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের তেমন কোন অগ্রগতি দেখাতে পারছে না। আমরা চাই সিবিআই ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষের দোষী সাব্যস্ত করে তার দ্রুত বিচার করুক।

চুরি যাওয়া ৫৪টি ফোন ফেরাল পুলিশ



চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় 🔵 বারুইপুর আপনজন: আর জি কর কান্ডের পরে পুলিশ কে নিয়ে নানা ধরনের কথার মাঝেই রবিবার পুলিশ দিবসে বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনে বারুইপুর সাইবার ক্রাইম থানা বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনে থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলো তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন। এদিন মোট ৫৪টি মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ একাধিক উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। উদ্ধার হওয়া ফোনের প্রাপকেরা এ দিন পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে এবং জনসেবার এই কাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জামাআতের হুগলি শাখার সংবাদ বৈঠক



সেখ আব্দুল আজিম

চন্ডীতলা আপনজন: জামাআতে ইসলামী হিন্দের নবাবপুর-ভগবতীপুর শাখার উদ্যোগে নবাবপুর-ভগবতীপুর শাখার অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিরোনামে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত জামাআতে ইসলামী হিন্দের হুগলি জেলার সভাপতি সৈয়দ সাইফুল্লা, নবাবপুর -ভগবতীপর শাখার সভাপতি আবল আজিজ মল্লিক, ভগবতীপুর অঞ্চলের দায়িত্বশীলা জনাবা রাবেয়া বেগম, নবাবপুর শাখার দায়িত্বশীলা রেজওয়ানা বেগম,জি আই ও প্রতিনিধি মালেকা খাতুন,এ পি সির প্রতিনিধি আসিক ইকবাল

কারখানা শুরুর উল্লাসের মাঝে জমি হারিয়ে চাকরি না মেলার যন্ত্রণা



সঞ্জীব মল্লিক 🔵 বাঁকুড়া আপনজন: জমি দিলে নির্মাণ হবে কারখানা, আর সেই কারখানায় নানান কর্মক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার পাবে জমিদাতারা । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে মিলল কোথায়? শনিবার বিকেলে ঘোটা করে উদ্বোধন করা হল মেজিয়ার কালিদাসপুর সংলগ্ন একটি ইথানল কারখানার। বছর চারেক আগে কারখানা নির্মাণের জন্য জমি আধগ্রহণ শুরু করে বেসরকারে এক সংস্থা। অভিযোগ জমি হারাদের চাকরি নিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয় তারা। কিন্তু কারখানা উদ্বোধনের পরেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ কোথাই? প্রশ্ন তুলছেন খোদ জমিদাতারা।

জমি হারাদের দাবি তিন বছর ধরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবে রূপ নেয়নি। ফলস্বরূপ নিজেদের কৃষি

চালু করবেন না তারা। কারখানা কর্তৃপক্ষের এই দাবি যদি সত্যি তাহলে জমিদাতাদের চাকরি না দিয়ে উদ্বোধনে কেন এত হুড়োহুড়ি? উদ্বোধনের আগেই বা কেন জমিহারাদের চাকুরী নিয়োগের শ্বেতপত্র প্রকাশ করল না কারখান কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন জমিহারা দের। প্রদীপের তল থাকে চিরকালই অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে শুধুমাত্র দূর থেকে নবনির্মিত এই কারখানার চিমনির ধোঁয়া দেখবে না তো জমিহারারা?নাকি সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশা নিয়ে শুধুমাত্র

অপেক্ষা আর অপেক্ষা সেটা কিন্তু

অবশ্য বলবে সময়ই।

জমি হারিয়ে আজ অসহায় একাধিক

কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছেন জমি

হারাদের চাকুরী না দিয়ে কারখানা

পরিবার। অন্যদিকে কারখানা

'নৈতিকতা'প্রচারাভিযান শুরু করল জামায়াত



আপনজন ডেস্ক: রবিবার কলকাতার ভারতীয় ভাষা পরিষদ হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হল জামাআতে ইসলামী হিন্দের''নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি'' প্রচার অভিযানের। জামাআতে ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা মুহতারামা রহমাতুন্নিসার উপস্থিতে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার মাধ্যমে এই প্রচার অভিযানের সূচনা

আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন রহমাতুন্নেসা। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন রাজ্য মহিলা সম্পাদিকা মনজুরা খাতুন, সভাপতি বক্তব্য প্রদান করেন আমীরে হালকা ডা: মশিহুর রহমান সাহেব। উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুরাইয়া রহমান, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যা যথাক্রমে উজমা আলম, ডা: নীলাম গাজালা, শুবুই আজিজ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্য সাধারন সম্পাদক মোঃ মসিউর রহমান। এছাড়াও আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সম্পাদক শাদাব মাসুম, কলকাতা মেট্রো সিটির নাজিম জুলফিকার আলী গাজী, মেট্রিসিটির নাজিমা মাহফুজা খাতুন, কলকাতা জেলার সহকারী নাজিম অধ্যাপক ড: জাফির আহমেদ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেট্রো সিটির সহকারী নাজিমা ড:

প্রথম নজর

রুশ 'গুপ্তচর' সেই তিমির রহস্যজনক মৃত্যু



আপনজন ডেস্ক: নরওয়ের সমুদ্র সৈকতে ১৪ ফুট লম্বা ও ২ হজার ৭০০ ফাউন্ডের একটি বিশাল তিমির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাশিয়ার নৌবাহিনী সম্ভবত প্রশিক্ষণ দিয়ে এই তিমিটিকে 'গুপ্তচর' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। রোববার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, হলদিমির নামের এই তিমি ১৪ ফুট লম্বা এবং এর ওজন ২ হাজার ৭০০ পাউন্ড। বেলুগা প্রজাতির বিশালাকৃতির এই তিমি প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল ২০১৯ সালে। ওই সময় থেকে ধারণা করা হয়, এটি রুশ নৌবাহিনীর একটি গুপ্তচর তিমি। কারণ তিমিটির গলায় মানুষের তৈরি বর্ম লাগানো ছিল। সে বছর নরওয়ের মৎস্য বিভাগ তিমিটিকে ধরে ফেলে। তখন তিমিটির গায়ে লাগানো বর্ম ও অ্যাকশন ক্যামেরাটি খুলে ফেলা হয়। তিমিটির গায়ে মোড়ানো একটি প্লাস্টিকে লেখা ছিল 'ইকুইপমেন্ট সেন্ট পিটার্সবার্গ।' ওই সময় নরওয়ের মৎস্য বিভাগ জানিয়েছিল, এ তিমিটি হয়ত খাঁচা

থেকে পালিয়ে গেছে এবং এটিকে রাশিয়ার নৌ বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কারণ তিমিটি মানুষের কাছাকাছি আসছিল। রাশিয়া এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করায় রহস্য আরো ঘনিভূত হয়েছে। এটি গুপ্তচর তিমি নাকি সাধারণ তিমি. তা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা ছিল। নরওয়ের 'হল' এবং রাশিয়ার 'ভ্লাদিমির'-এই দুই শব্দ এক সঙ্গে করে তিমিটির নাম দেয়া হয়েছে 'হলদিমির'। এটি একটি বেলুগা প্রজাতির তিমি। এ ধরনের তিমি সমেরু অঞ্চলের সমদ্রেই দেখা যায়। কিন্তু হলদিমির কী করে মানুষের কাছাকাছি এল, তা এক

গত বছরেও অসলোতে দেখা গিয়েছিল হলদিমিরকে। নরওয়ে প্রশাসন নাগরিকদের অনুরোধ করেছিল, হলদিমিরের কাছাকাছি তারা যেন না যান। নরওয়ের মৎস্য দফতরের কর্মকর্তাদের সন্দেহ, যেহেতু অসলো ফিয়র্ডে মানুষের যাতায়াত চলে, তাই কেউ বা কারা হলদিমির কোনো ক্ষতি করে থাকতে পারেন। যদিও বিষয়টি স্পষ্ট নয়। হঠাৎ করে তার মৃত্যুতে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই।

আগ্নেয়গিরি দেখতে গিয়ে ২২ আরোহী নিয়ে বিধ্বস্ত রুশ হেলিকপ্টারের সবাই নিহত



যাপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার নিখোজ এমআই-৮ হেলিকপ্টারের খোঁজ পাওয়া গেছে। পূর্বাঞ্চলীয় উপদ্বীপ কামচাটকায় বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন যাত্রীকেই জীবিত পাওয়া যায়নি। রোববার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে রুশ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, হেলিকপ্টারের ২২ যাত্রীর কেউ বেঁচে নেই। প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনজন ক্র ও ১৯ জন যাত্রী নিয়ে এমআই-৮ টি হেলিকপ্টারটি পূর্বাঞ্চলীয় কামচাটকা অঞ্চলের ভাচকাজেটস আগ্নেয়গিরি থেকে মাইকোলাইভকা গ্রামে যাচ্ছিল। এর আগে, বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল,

হেলিকপ্টারটি ভাচকাজেটস

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮ মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৮ মি.

আগ্নেয়াগরির কাছের একটি ঘাটি থেকে উড্ডয়ন করেছিল। বিকেল ৪টার দিকে এর রিপোর্ট করার সময় নির্ধারিত থাকলেও, ক্র সদস্যরা তা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৬০ এর দশকে ডিজাইন করা দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট হেলিকপ্টারটি রাশিয়া ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর আগে, গত ১২ আগস্ট ১৬ আরোহী নিয়ে কামচাটকায় আরেকটি এমআই-৮ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কামচাটকা উপদ্বীপ পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এটি মস্কো থেকে ৬ হাজার কিলোমিটার পূর্বে ও আলাস্কার ২ হাজার কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত।

মিসিসিপিতে যাত্রীবাহী বাস





নামাজের সময় সূচি		
ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫.১৯
যোহর	28.66	
আসর	8.০৬	
মাগরিব	৫.৫৮	
এশা	۷.۶۶	
তাহাজ্জুদ	30.66	

উল্টে নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপির ভিকসবার্গের পূর্বে একটি বাস উল্টে সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ছয় বছর বয়সী এক ছেলে ও তার ১৬ বছর বয়সী বোনও রয়েছে। ওয়ারেন কাউন্টি করোনার ডগ হাসকি এমনটি জানিয়েছেন। দুই সন্তানকে শনাক্ত করেন তাদের মা। অন্য ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে বলে জানান হাসকি। মিসিসিপি হাইওয়ে পেট্রোল বলেছে, শনিবার রাতে ওয়ারেন কাউন্টির বভিনার কাছে ভলভোর একটি যাত্রীবাহী বাস সড়কে উল্টে যায়। সংস্থাটি বলছে, ৩৭ যাত্রীকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরাইলিরা



আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম তীরের হেবরনের ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি সেখানে মুসলিমদেরকে নামাজ পডতেও দিচ্ছে না ইসরাইলি বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী ওয়াদি আল-হারিয়া এলাকায় অভিযান চালায়। তারা বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাসি চালায়। তারা জাবাল আবু রুমান

এলাকাতেও প্রবেশ করে। সৈন্য ও স্নাইপারদেরকে আবাসিক ভবনের ছাদেও অবস্থান নিতে দেখা যায়। ইব্রাহিমি মসজিদের পরিচালক শেখ মুতাজ আবু স্নেইনা জানান, কোনো নোটিশ ছাড়াই মসজিদটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে একইসময় মুসলিম পবিত্র স্থানটিতে ইহুদিদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দখলদার বাহিনী আগাম কোনো ঘোষণা ছাড়াই স্থানীয় সময় ভোর ৪টায় মসজিদটি

ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। ইসরাইলি সেনাবাহিনী মসজিদটি বন্ধ করার কথা নিশ্চিত করেছে। তারা এক্স অ্যাকাউন্টে জানায়. শুক্রবার রাতে 'অন্তর্ঘাতমলক হামলার' পর নিরাপত্তা জোরদার

উল্লেখ্য, শুক্রবার পশ্চিম তীরের গাস ইতজিয়ান এলাকায় একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণে এক ব্রিগেড কমান্ডারসহ তিন ইসরাইলি সৈন্য আহত হয়। গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি হামলার প্রেক্ষাপটে অধিকৃত পশ্চিম তীরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। গাজায় ইসরাইলি হামলায় এ পর্যন্ত ৪০ হাজার ৬০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম তীরে ইসরাইলি হামলায় এ পর্যন্ত ৬৭৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে. আহত হয়েছে ৫.৪০০ জনের বেশি। ইসরাইল এখন ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হামলা চালাচ্ছে পশ্চিম তীরে।

যে কারণে নিজেদের কিডনি বিক্রি করছেন মায়ানমারের জনগণ



আপনজন ডেস্ক: মায়ানমার সেনাবাহিনী একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানা সংকটের মুখে পড়েছে দেশটি। মায়ানমারের ৫৪ মিলিয়ন মানুষের প্রায় অর্ধেকই এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন দরিদ্র মানুষেরা। অর্থের অভাব মোচন করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ধনী ব্যক্তিদের কাছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে কিডনি বিক্রি করছেন দরিদ্ররা। সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর এক বছরব্যাপী তদন্তে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ২০২২ সালে ডেলিভারি ভ্যান চালক মং মংকে সামরিক জান্তা কয়েক সপ্তাহ ধরে আটকে রেখে নির্যাতন করেছিল। বিরোধী বাহিনীর জন্য পণ্য পরিবহনের সন্দেহে তাকে আটক করা হয়েছিল। ওই সময়ে সংসার চালানোর জন্য তার স্ত্রী ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে যখন মং মং মুক্তি পান, তখন তিনি তার চাকরি হারিয়েছিলেন। কারাগার থেকে

বের হওয়ার পর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তিন দিন অনাহারে ছিলেন মং মং। এরইমধ্যে তার পরিবার ঋণের সাগরে ডুবে গেছে। মরিয়া হয়ে মং মং ফেসবুকে একটি পোস্টে তার কিডনি বিক্রির প্রস্তাব দেন। ওই সময়ের কথা স্মরণ করতে গিয়ে মং মং বলেন, 'সেই মুহুর্তে, আমি অনুভব করেছি, জীবন খুব কঠিন। টাকার জন্য ডাকাতি করা বা খুন করা ছাড়া আমার বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। আমার স্ত্রীর মানসিকতাও একই রকম ছিল, সে আর এই পৃথিবীতে থাকতে চায় না। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের মেয়ের জন্যই আমরা বেঁচে থাকতে হয়। কয়েক মাস পরে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারির জন্য ভারতে যান। একজন ধনী চীনা-বর্মী ব্যবসায়ী ১০ লাখ বার্মিজ কিয়াট (তিন হাজার ৭৯ মার্কিন ডলার) দিয়ে তার কিডনি কিনেছিলেন। অভাবের তাড়নায় কিডনি বিক্রি করা ব্যক্তিদের মধ্যে মং মং একমাত্র নন। সিএনএন অন্তত তিনটি বার্মিজ ফেসবুক গ্রুপে অঙ্গ বিক্রির প্রস্তাবের পোস্ট খুঁজে পেয়েছে এবং

বিক্রেতা, ক্রেতা এবং এজেন্টসহ অঙ্গ ব্যবসার সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলেছে। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটির অভাবী মানুষেরা হতাশ হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছেন। মায়ানমারের সেনাবাহিনী একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের তিন বছর পর দেশটির পাঁচ কোটি ৪০ লাখ মানুষের প্রায় অর্ধেকই দারিদ্রাসীমার নিচে বাস করে। ২০১৭ সালের তুলনায় এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী জান্তা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করায় সহিংসতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী বিনিয়োগ কমে গেছে, বেকারত্ব আকাশচুম্বী হয়েছে এবং মৌলিক জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, বেশিরভাগ মানুষের তা নাগালের বাইরে চলে গেছে। অভাবের তাড়নায় কিডনি বিক্রি করা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২৬ বছর বয়সী এক তরুণ বলেন, 'নিজের শরীরের অঙ্গ বিক্রি করা প্রত্যেকের জন্য একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। কেউ এটা করতে চায় না। আমি এটি করছি একমাত্র কারণ

হল আমার কোনো বিকল্প নেই।'

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ফের বড় বিক্ষোভের ডাক



আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে আজ ছয় জিম্মির মরদেহ উদ্ধার করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে. হামাসের কাছে থাকা এসব জিশ্মিকে কয়েকদিন আগে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তাদের উদ্ধার করেছেন তারা। আর এসব জিম্মির মরদেহ উদ্ধারের পরই দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন সাধারণ ইসরায়েলিরা। তাদের অভিযোগ, নেতানিয়াহুর কারণে ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে যদ্ধবিরতির চক্তি করতে পারেনি। এ কারণে এসব জিন্মি জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারেননি। অথচ ৩০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে হামাসের কাছে জীবিত ছিলেন

রোববার (সেপ্টেম্বর) থেকেই নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বড় বিক্ষোভ শুরু হতে যাচ্ছে। ইসরায়েলি বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল

সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এরমধ্যে অনেকে সেগুলো পালন করা শুরু করেছেন। জিম্মিদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ইসরায়েলের রাজধানী তেলআবিবসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া শুরু করেছেন। জিন্মিদের পরিবারের যে সংগঠন রয়েছে তারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের সামনে

বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। সেখানে তারা প্রতীকী কফিন নিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। এছাড়া ইসরায়েলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদ এবং বিরোধী দলীয় নেতা বেনি গানজ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন। হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী যে ছয় জিম্মির মরদেহ উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে তিনজনকে চুক্তি হলেই মুক্তি দেওয়া হতো।

সমাধিস্থলে ট্রাম্পের প্রচারণায় কমলা হ্যারিসের সমালোচনা



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অরলিংটনের জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে 'নির্বাচনী প্রচারণা' চালিয়ে ব্যাপক বিতর্কের মুখে পড়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ কর্মকাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানুযায়ী, ট্রাম্পের প্রচারাভিযান নিয়ে শনিবার (৩১ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছেন কমলা হ্যারিস। সেখানে তিনি লিখেছেন, সামরিক সমাধিস্থল রাজনীতি করার জায়গা না। ট্রাম্প রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করে পবিত্র ভূমিকে অসম্মান করেছেন। মার্কিন ফেডারেল আইন ও পেন্টাগনের নীতি অনুযায়ী, সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে ছবি তোলা বা ভিডিও করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, প্রচারাভিযানের সময় এ বিষয়েই ট্রাম্প শিবিরকে সতর্ক করতে

গিয়েছিলেন সেখানকার এক কর্মী। এ সময় ট্রাম্পের দলের দুই কর্মী ওই কর্মচারীকে গালিগালাজ করে এবং ধাক্কা দিয়ে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়। গত বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর একজন মখপাত্র বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, এএনসি কর্মচারী এবং তার পেশাদারিত্বের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। তবে ট্রাম্পের শিবির এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে বলেছে, যদি এই ধরনের মানহানিকর দাবি করা হয় আমরা ফুটেজ প্রকাশ করতে প্রস্তুত। ট্রাম্পের শিবির দাবি করেছে, তারা নিহত সেনাদের পরিবারের কাছ থেকে ভিডিও করার অনুমতি পেয়েছিলেন। গত সোমবার, অরলিংটনের জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে ট্রাম্পের উপস্থিতির পর বিতর্ক তৈরি হয়। ওইদিন ট্রাম্প নিহত ১৩ সেনাসদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে গিয়েছিলেন। তিন বছর আগে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের সময় এই সৈন্যরা নিহত হন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামলার ভয়ে দেশ ছেড়েছেন লিবিয়ার কেন্দ্ৰীয় ব্যাংকের গভর্নর



আপনজন ডেস্ক: মিলিশিয়াদের হুমকি থেকে বাঁচতে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন লিবিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর সাদিক আল-কবীর। তিনি নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। শুক্রবার ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে প্রকাশিত একটি টেলিফোন

সাক্ষাৎকারে আল-কবীর বলেছেন, মিলিশিয়ারা ব্যাংক কর্মীদের হুমকি ও ভয় দেখাচ্ছে এবং কখনও কখনও তাদের সন্তান ও আত্মীয়দেরকে কাজে যেতে বাধ্য করার জন্য অপহরণ করছে। লিবিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশটির বিলিয়ন ডলারের তেল ভিত্তিক রাজস্বের পরিচালনা করত। ২০১১ সালে ন্যাটো বাহিনীর অভিযানে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা মুয়ামার গাদ্দাফি উৎখাত হন। এরপর থেকেই দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। বর্তমানে দেশটির পূর্ব ও পশ্চিমের প্রশাসনের মধ্যেও এই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এই দুই প্রশাসনের মধ্যে গত সোমবার থেকে নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ত্রিপলি ভিত্তিক প্রধানমন্ত্রী আব্দুল হামিদ দেইবাহ, যিনি পশ্চিম লিবিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি সরকারের জন্য কাজ করছেন। গর্ভনর সিদ্দিক আল-কবির পালিয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর অফিসে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার এবং বিদ্রোহী দলের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলছে। আল কবির অভিযোগ করেন, লিবিয়ার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার তেল ভিত্তিক রাজস্বের অপব্যবহার করছেন। এদিকে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় বেনগাজি ভিত্তিক লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের সরকারের প্রধানমন্ত্রী ওসামা হামাদ, সোমবার থেকে তেলক্ষেত্রগুলো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও পূর্বাঞ্চলের সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার নয়। তবে এ সরকারের সামরিক নেতা খলিফা হাফতার লিবিয়ার বেশিরভাগ তেলক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ

করেন। ত্রিপলিতে আল জাজিরার সাংবাদিক মানিক তুনা বলেন. এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই সম্পূৰ্ণভাবে ব্যাংক নিয়ন্ত্ৰণে

নেয়নি।

গাজায় ইসরায়েলের প্রাণঘাতী হামলায় নিহত ৬১



আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর প্রাণঘাতী হামলায় অন্তত ৬১ জন নিহত হয়েছেন। এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শনিবার (৩১ আগস্ট) ভোরে পরিকল্পিত পোালিও টিকা কর্মসূচী শুরু হওয়ার আগেই গাজার মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকার বাড়িগুলোতে বিমান হামলার পাশাপাশি ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। পরে তারা গাজা সিটির আরেকটি হাসপাতালে

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা বলছে, কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এসব হামলা চালানো হয়েছে। লোকজন তখনও তাদের বাড়িতে ছিলেন এবং শিশুরা ঘুমিয়ে ছিল। এসব হামলার একটিতে এক পরিবারের নয় সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত ও আরো বেশ কয়েকজন আহত হন। শরণার্থী শিবিরগুলোতে পৃথক তিনটি হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলাকে লক্ষ্য ঠিক করে চালানো হামলা বলে বর্ণনা করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। কিন্তু হাসপাতালে আসা হতাহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু ছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ফিলিস্তিনি চিকিৎসা কর্মীরা জানিয়েছেন, আল নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের পৃথক হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন, এদের মধ্যে এক

পরিবারের নয় সদস্য রয়েছেন।

গাজায় শুরু হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র পোলিও টিকা কার্যক্রম



আপনজন ডেস্ক: বহু নাটকীয়তা আর আলোচনার পর অবশেষে পোলিও টিকা পাচ্ছে গাজার শিশুরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত উপত্যকায় আজ থেকে শুরু হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র পোলিও টিকা কার্যক্রম। এ উপলক্ষে, আজ থেকে কার্যকর হলো ৩ দিনের অস্ত্রবিরতি। এক প্রতিবেদনে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্দিষ্ট এলাকায়, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে বন্ধ থাকবে আগ্রাসন। বৃহৎ পরিসরের এই টিকা কার্যক্রমে, গাজার কমপক্ষে ৬ লাখ ৪০

হাজার শিশুকে ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনার পরিকল্পনা দাতব্য সংস্থা ডব্লিউএইচও'র। এরইমধ্যে, মজুদ করা হয়েছে সাড়ে ১২ লাখেরও বেশি পোলিও টিকা। কাজ করছেন ২ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী। উপত্যকার, ৩৯২টি নির্ধারিত স্থান ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ দলের কাছে মিলবে এ সেবা। প্রত্যাশা, গাজার ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৯০ শতাংশকেই আনা যাবে টিকার আওতায়। দীর্ঘ ২৫ বছরের মধ্যে প্রথমবার পোলিও রোগী শনাক্ত হয় অবরুদ্ধ



8910851687/8145013557/9831620059

Email- amfbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, ২৭ সফর, ১৪৪৬ হিজরি



জনগণের জন্য মঙ্গল

মেরিকান সমাজবিজ্ঞানী তথা দার্শনিক ইয়োশিহিরো ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তাহার প্রভাবশালী গ্রন্থ 'অরিজিনস অব পলিটিক্যাল অর্ডার'-এ বলিয়াছেন, রাজনৈতিক উন্নয়ন হইল তিনটি দিকের মধ্যে স্থিতিশীল ভারসাম্য। এই তিনটি দিক হইল–রাষ্ট্রনির্মাণ (স্টেট বিল্ডিং), আইনের শাসনের সুসংহতকরণ (কনসলিডেশন অব রুল অব ল) এবং গণতন্ত্রে উত্তরণ (ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন)। আমরা এই ক্ষেত্রে 'গণতন্ত্রের উত্তরণের' দিকটি একটু বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি। গণতন্ত্র সূচক তৈরি করে, এমন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্য-উপাত্ত বলিতেছে, নানা ধরনের আক্রমণের মুখে বিশ্ব জুড়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলি সংকটের মুখে পড়িতেছে। বিপরীতে দেশে দেশে নৃতন ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এমন পরিস্থিতিকে গবেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'পরিমার্জিত স্বৈরতন্ত্র', 'বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র', 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র', 'নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জিত গণতন্ত্র' ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তবে যেই নামেই আখ্যায়িত করা হউক না কেন, ইহাই বাস্তবতা যে, গণতান্ত্ৰিক মন্দাদশা দিনদিন বাডিতেছে। ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। বিশেষ করিয়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি ইইতেছে–নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই সকল দেশে এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। অনেক পুরাতন গণতন্ত্রও যেন গণতন্ত্রের পথ হইতে সরিবার মতো অনাকাঙিক্ষত ঘটনা ঘটাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সমস্ত দেশ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগ ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ লইয়া দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা পালন করে বলিয়া বিস্তর অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাত্ যাহা দলীয় ক্ষমতায় করা সম্ভব নহে, তাহা প্রশাসনের মাধ্যমে করিয়া লওয়া হইতেছে। বস্তুত, ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করিবার আকাঙক্ষায় আইন ও নিয়মনীতি এবং জনহিতৈযীকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগাইয়া যাহা করা হইতেছে, তাহা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য, বিশেষ করিয়া তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত বহন করিতেছে। কারণ ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে সকলকে। কারণ, প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী করা যায় না এবং যিনি এবং যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের সকলকেই একদিন বিধাতার নিয়মে এই ধরণি হইতে চির বিদায় লইতে হইবে। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'। তৃতীয় বিশ্বের জনগণ যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া যাইতেছে–তাহা যেন সহজে এবং সহসা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে: কিন্তু এই সকল দেশে ক্ষমতাসীনরা শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতরা মনে করেন, একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশের পাশে যদি একটি দুর্বল অর্থনীতির দেশ থাকে, তাহা হইলে সেই দেশটি সবল অর্থনীতিসম্পন্ন প্রতিবেশী দেশটির প্রভাবে ক্রমশ দৈন্য-অর্থনীতির কালোছায়া হইতে মক্ত হয়। ইহা কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নহে–গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাত্ বৃহত্ প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশীর প্রভাব পড়ে ছোট দেশটির উপর। বাংলায় প্রবাদ রহিয়াছে যে, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে তাহার উত্তাপ নিজেদের ঘরেও চলিয়া আসে। সূতরাং, বৃহত্ ও প্রভাবশালী প্রতিবেশীর ভালো বা খারাপ–যে কোনো বিষয়াদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে ছোট প্রতিবেশীর উপর। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে; কিন্তু শান্তি আসিবে কিং দুঃখজনকভাবে. এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম এবং অনভিপ্রেত লোকক্ষয়ের এই সারসত্য ক্ষমতাসীনরা যত দ্রুত অনুধাবন করিতে পারিবেন–ততই তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মূল মঙ্গল। বিন্দুকে দর্শায়।" "এই প্রথমবার মার্কিন সরকার

প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেন্টকে একটা চিঠি

লিখেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন

অগাস্ট মাসে লেখা তার সেই চিঠির

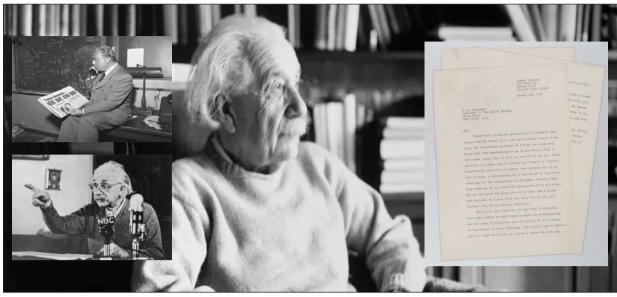
সালটা ছিল ১৯৩৯। সে বছরের

'পরিণাম স্বরূপ' দেখা গিয়েছিল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' যা ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু ধ্বংসাত্মক উদ্ভাবনের কারণ। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার হলিউড চলচ্চিত্র 'ওপেনহাইমারে' পরমাণু শক্তির প্রাণঘাতী ব্যবহারের যে নাটকীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাকে কল্পবিজ্ঞান নির্ভর একটা ছবি ছাড়া কিছুই বলা যেত না, যদি ১৯৩৯ সালের অগাস্ট মাসে ওই দুই পৃষ্ঠার চিঠিটা লেখা না হতো। ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেন্টেকে লেখা চিঠিটি টাইপ করে লেখা, যার শেষে ছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের সই। চিঠিতে লিখেছিলেন, "পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে ইউরেনিয়ামকে শক্তির নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল, এই শক্তি "অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।" অধিকত চেকোস্লোভাকিয়ায় ইউরেনিয়াম বিক্রি বন্ধ করার জন্য জার্মানির সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা ওই চিঠি হয়ে দাঁডিয়েছিল ২০০ কোটি বিলিয়ন ডলারের একটা শীর্ষ-গোপন গবেষণা কার্যক্রমের পিছনে মূল কারণ। 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' নামের ওই গবেষণা কার্যক্রম পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশের প্রতিযোগিতায় জার্মানিকে হারানোর উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহেইমারের নেতৃত্বাধীন তিন বছরের এই প্রকল্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক যুগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা ছিল। একইসঙ্গে তা ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক আবিষ্কারের দিকেও নিয়ে গিয়েছিল। আবিষ্কারটা ছিল পারমাণবিক বোমারা চলতি বছরের দশই সেপ্টেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি সন্তর্পনে লেখা চিঠি নিলাম হওয়ার কথা নিউ ইয়র্কের 'ক্রিস্টিস'-এ। নিলামে এই চিঠি ৪০ লক্ষ ডলারেরও বেশি মূল্য পেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চিঠির দুটো সংস্করণ খসড়া করা হয়েছিল- একটা সংক্ষিপ্ত অন্যটা বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'ক্রিস্টিস'-এ নিলামে তোলা হবে। আর দ্বিতীয় যে সংস্করণটা রয়েছে সেটা হাতে করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল হোয়াইট হাউসে এখন যা রয়েছে নিউ ইয়র্কের ফ্রাঙ্কালন ডি রুজভেল্ট লাইব্রেরির স্থায়ী সংগ্রহে। বই এবং পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ পিটার ক্লারনেট বিবিসিকে বলেছেন, "বিভিন্ন দিক থেকে এই চিঠি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবতার ইতিহাসে একটা

রুজভেল্টকে লেখা যে চিঠিকে 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল' বলেছিলেন আইনস্টাইন



সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে একটা চিঠি লিখেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। সালটা ছিল ১৯৩৯। সে বছরের অগাস্ট মাসে লেখা তার সেই চিঠির 'পরিণাম স্বরূপ' দেখা গিয়েছিল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট্র' যা ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু ধ্বংসাত্মক উদ্ভাবনের কারণ। লিখেছেন ডেবোরা নিকোলস-লি।



সরাসরিভাবে অর্থায়ন করেছিল।" সিনিয়র বিশেষজ্ঞ পিটার ক্লারনেটের কথায়, "এই চিঠিটাই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সুবিধা নেওয়ার দরজা খুলে দিয়েছিল।" সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি, দর্শন ও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স বিভাগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং আমেরিকান ও নিউক্লিয়ার হিস্ট্রির প্রভাষক ও গবেষক ড. ব্রায়ান উইলককও এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। তিনি বিবিসিকে বলেছেন, "বোমার উৎপত্তি সম্পর্কে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক বিবরণই কিন্তু এই চিঠির সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়।" "প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টের সরাসরি পদক্ষেপ আদায় করে নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি ছিল এই চিঠি।"

তিনি বলেছেন, "এমনকি নিউক্লিয়ার হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের

পক্ষ থেকে এই চিঠিকে...

রুজভেল্টকে পারমাণবিক গবেষণার জন্য চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।" ম্যানহাটন প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র 'ওপেনহাইমার'-এ আলবার্ট আইনস্টাইনের লেখা চিঠির উল্লেখ ছিল। ওই ছায়াছবিতে ওপেনহাইমার এবং পদার্থবিদ আর্নেস্ট লরেন্সের মধ্যে

কথপোকথনের এক দৃশ্যে চিঠির উল্লেখ এসেছে। এই সমস্ত কারণে চিঠির নিলামকে ঘিরে বাড়তি আগ্রহ থাকবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। মি. ক্লারনেটের কথায়, "এটা (অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের লেখা চিঠি) কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকেই

* 2024 PRESIDENTIAL PREFERENCE *

ARIZONA

GEORGIA

NEVADA

AUGUST 23-26 REGISTERED VOTERS +/- 3%

NORTH CAROLINA 50%

49%

48%

* FOX NEWS DEMOCRACY *24 *

50%

50%

50%

গণসংস্কৃতির একটা অংশ ছিল। তাই ইতোমধ্যে এর একটা নিজস্ব জায়গা আছে যা মজবুত। তবে আমি মনে করি নতুন প্রজন্মের কাছে একে (চিঠিকে) নিয়ে এসেছে ওপেনহাইমার চলচ্চিত্র।" গণসংস্কৃতিতে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে একটা 'কাল্পনিক চরিত্র' হিসাবে বর্ণনা দিয়েছেন পিটার ক্লারনেট। ওপেনহাইমারে অন্তত সেইভাবেই দেখা গিয়েছে তাকে (আইনস্টাইনকে)- অনেকটা চলচ্চিত্রের পরিধিতে লুকিয়ে থাকা একটা ক্যামিও চরিত্রের ভূমিকায়, যাকে দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এবং তার পরিচয় ঠিক তখনই প্রকাশ পায় যখন তার টুপি উড়ে গিয়ে সাদা চুলের দেখা মেলে। মি. ক্লারনেট বলেছেন, "যদিও আইনস্টাইনের 'ই=এমসি স্কোয়ার' (E = mc2) সমীকরণ পারমাণবিক বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তিকে ব্যাখ্যা আর তার অশুভ প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করেছিল, তা সত্ত্বেও পারমাণবিক বোমা তৈরিতে এই বিজ্ঞানীর ভূমিকা ওই চলচ্চিত্রে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। বিশেষত শেষ দৃশ্যে যেখানে ওপেনহাইমার এবং আইনস্টাইনের মধ্যে মর্মস্পর্শী

বাক্য বিনিময় দেখা যায়।"

বিষয়টা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন

রেখেছিল তার কাছে এর জন্য

সবসময় এই বিষয়ে জোর

'বেশ পরোক্ষ' ছিল।

তিনি। তার কথায়, "আইনস্টাইন,

যার বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জার্মান

ঐতিহ্য তাকে সন্দেহের চোখে ঘিরে

নিরাপত্তাজনিত ছাড়পত্র ছিল না।"

বাস্তবে এই প্রকল্প থেকে নিজেকে

দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি এবং

দিয়েছিলেন যে পারমাণবিক শক্তি

নিঃসরণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা

যদি কেউ এক্ষেত্রে উস্কানি দিয়ে

থাকেন তাহলে তিনি আর কেউ

দুজনেই ইহুদি ছিলেন যারা নাৎসিবাদের উত্থানের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে এসেছিলেন। অন্য অনেকের চেয়েই তারা ভালো করে জানতেন জার্মানি কেন ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এই চিঠি ছিল মি. জিলার্ডের ভাবনা। তবে আইনস্টাইনকে তা লেখার এবং সই করার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ক্লারনেট জানিয়েছেন, ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার জেতার পর আইনস্টাইন "আধুনিক বিজ্ঞানের মূর্ত প্রতীক" হয়ে ওঠেন। "ওর (আইনস্টাইনের) এমন একটা প্রভাব রয়েছে যা অন্য কারও মধ্যে দেখা যায় না। স্পষ্টতই অনেকে চেষ্টা করেছিলেন রুজভেল্টকে সতর্ক করার। কিন্তু হঠাৎ যদি আপনি আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা চিঠি হাতে নিয়ে কারও দরজায় এসে উপস্থিত হন, তাহলে তার তো একটা প্রভাব থাকবেই। এরপর ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই

নন, আইনস্টাইনের প্রাক্তন ছাত্র

আসল চিঠিটা যেখানে লিও

জিলার্ডের পেন্সিলে লেখা নোট

"আসলটা পাঠানো হয়নি।"-র

রাখা ছিল মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

১৯৬৪ সালে মৃত্যু হয়েছিল লিও

জার্মান বংশোদ্ভূত আইনস্টাইন

এবং হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত জিলার্ড

উল্লেখ ছিল, তা তারই হেফাজতে

লিও জিলার্ড।

জিলার্ডের।

নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে বোমার প্রোটোটাইপ 'দ্য গ্যাজেট'-এর সফল প্রয়োগ দেখেছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন যাদের নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড় মিলেছিল। সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্গে করে গগলসে চোখ ঢেকে বোমার বিস্ফোরণ দেখেছিলেন তারা। এই পরীক্ষার সফলতা একইসঙ্গে

বয়ে এনেছিল জয়ের আনন্দ এবং আতঙ্ককে। এই দিনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান তার ডায়েরিতে লিখেছেন, "আমরা বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বোমা আবিষ্কার করেছি।" বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না। তখন এমন

ধারণা করা হচ্ছিল যে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে জাপানি বন্দরে একটা ভয়ঙ্কর ও অভূতপূর্ব শক্তি দিয়ে আক্রমণ করলে দ্রুত যুদ্ধের ইতি হবে।

তবে মি. জিলার্ড ওই বোমা পরীক্ষা করার একদিন পরে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আগে জাপানকে আত্মসমর্পণের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সুপারিশ করে পিটিশন দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পিটিশন সময়মতো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়নি। এরপর ছয়ই অগাস্ট হিরোশিমায় 'লিটল বয়' নামের একটা বোমা

ফেলা হয়। নয়ই অগাস্ট নাগাসাকিতে 'ফ্যাট ম্যান'-এর বিস্ফোরণ ঘটে। আনুমানিক ২ লক্ষ মানুষ নিহত বা জখম হন। এই তেজস্ক্রিয়তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চলেছে তারও বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। এখনও পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র সরাসরি ব্যবহার করার এটাই একমাত্র উদাহরণ। এখন আইনস্টাইনের চিঠি ছাড়া ম্যানহাটন প্রজেক্টের অস্তিত্ব আদৌ থাকত কি না সেটা বলা মুশকিল। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ড. উইলকক উল্লেখ করেছেন যে ব্রিটেন কিন্তু ততদিনে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে

চেষ্টা করছিল।" ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন এমএইউডি রিপোর্ট (১৯৪১)-এর প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন তিনি। পারমাণবিক

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এই গল্প

সমর্থন দেওয়ার জন্য ভীষণভাবে

অস্ত্রের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টকে "আমেরিকান গবেষণা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ" বলেও বর্ণনা করেছেন তিনি। তবুও আইনস্টাইনের চিঠি শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র ত্বরাম্বিত করতে পারে বলে মনে করেন তিনি। গবেষক উইলকক বলেন, "এটা (চিঠি) না থাকলে হয়তো বিলম্ব হতো।" "১৯৪৫ সালের গ্রীম্মের মধ্যে

ব্যবহারের জন্য ওই বোমা তৈরি

তার ভূমিকার জন্য যে সহিংসতা ও

বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল সে নিয়ে ভীষণভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন আইনস্টাইন। ১৯৪৬ সালে পরমাণু বিজ্ঞানীদের জরুরি কমিটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। এই কমিটির উদ্দেশ্য পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে প্রচার করা এবং বিশ্ব শান্তির কথা বলা। ১৯৪৭ সালে নিউজউইক ম্যাগাজিন-এ প্রকাশিত 'আইনস্টাইন, দ্য ম্যান হু স্টার্ট ইট অল' শিরোনামের নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমি জানতাম যে জার্মানরা পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সফল হবে না, তাহলে আমি বোমার বিষয়ে কিছুই করতাম

প্রসঙ্গত, প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আজও জার্মানি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী নয়। আইনস্টাইন তার বাকি জীবন পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করে দেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রসায়নবিদ লিনাস পলিং-এর সঙ্গে ১৯৫৪ সালে কথোপকথনের সময় তিনি রুজভেল্টকে লেখা চিঠিকে "আমার জীবনের একটা বড় ভুল" বলে বর্ণনা করেন। পারমাণবিক বোমা যুদ্ধের

দৃশ্যপটকে আমূলভাবে বদলে দেয়। পূর্ব-পশ্চিমের অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দেয় যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত

নয়টি দেশ এখন পরমাণু হাতিয়ারের অধিকারী, যা ওই চিঠির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

মি. ক্লারনেট বলেছেন, "আজও এটা খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়। এটা এমন একটা ছায়া যা মানবতার উপর তার প্রভাব ফেলে।" "এই চিঠি মনে করিয়ে দেয় আমাদের আধুনিক পৃথিবী কোথা থেকে বৰ্তমান জায়গায় এসেছে আর কীভাবেই বা এটা সম্ভব

১৯৫৫ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্যোগে এবং আইনস্টাইনের অনুমোদনে একটা সংকল্প গ্রহণ করা হয়। মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল এই 'রাসেল-আহনস্টাহন হশতেহার', যার ছত্তে ছত্রে ছিল আবেগের কথা। সেখানে লেখা হয়েছিল, "আমরা মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে আবেদন করি,"... "নিজের মনুষ্যত্বের কথা মনে রেখে, বাকিটা ভুলে যাবেন। যদি আপনি তা করেন তবে একটা নতুন স্বর্গের পথ খোলা থাকবে, যদি তা না পারেন, তবে সামনে রয়েছে সর্বজনীন মৃত্যুর ঝুঁকি।"

করা হয়েছে কমলা ও হিলারি

ক্লিনটনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক

হাসান ফেরদৌস

র্কিন নির্বাচন ২০২৪: দিশাহারা হয়ে পড়েছেন অঙ্গরাজ্যের তিনটিতে এগিয়ে

ই মাস আগেও নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন 🔷 ভোনাল্ড ট্রাম্প। এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ভূমিধস বিজয়ের কথা বলা শুরু করেছিলেন। সেটা অবশ্য নির্বাচন থেকে জো বাইডেনের সরে যাওয়ার আগের কথা। কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে অবস্থা বদলে গেছে। তিনি শুধু ট্রাম্পের সঙ্গে আগের ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন তা-ই নয়, বেশির ভাগ জনমত জরিপে এগিয়ে গেছেন। বিষয়টা ট্রাম্প কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। কীভাবে কমলাকে ঠেকাবেন, তা ঠাওর করতে না পারায় তিনি এখন কিছুটা উদ্রান্তের মতো আচরণ শুরু করেছেন। জনমতের কথাটাই আগে বলি। রয়টার্সের সর্বশেষ জাতীয় জনমত জরিপ অনুসারে, সারা দেশে ট্রাম্পের চেয়ে কমলা হ্যারিস চার পয়েন্টে এগিয়ে (৪৫: ৪১ শতাংশ)। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত বিভিন্ন 'ব্যাটল গ্রাউন্ড' অঙ্গরাজ্যেও আগের ঘাটতি কমিয়ে ট্রাম্পকে ছাডিয়ে গেছেন কমলা। ট্রাম্পের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ফক্স নিউজ সর্বশেষ জরিপের যে ফল প্রকাশ করেছে, সেখানেও 'সান বেল্ট' হিসেবে পরিচিত চারটি

ট্রাম্প তাঁর অনুগত ফক্স নিউজের এই জরিপে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর প্রচার শিবির থেকে বলা হয়েছে, 'অতি কদর্য' এই জরিপ মোটেই সত্য নয়। ট্রাম্প কমলার চেয়ে শুধু এগিয়ে নন, তিনি নিজের সমর্থন আগের চেয়ে বৃদ্ধি করেছেন। এ কথায় একজন ডেমোক্র্যাট ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন, ট্রাম্প আসলে বিশ্রান্তিতে ভুগছেন। কালো-সাদার প্রভেদটা বোঝার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কটাক্ষ করে বলা হলেও ট্রাম্পের চলতি আচরণ থেকে স্পষ্ট, তিনি কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এমন সব কথা বলছেন যে তাঁর নিজের সমর্থকেরাই বিব্রত হয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে কমলার নির্বাচনী সভাগুলোতে বিপুল জনসমাগম হচ্ছে, ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না। কোনো প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেছেন, জনসভার ছবিগুলো সত্যি নয়, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দিয়ে তৈরি। ডেট্রয়ট বিমানবন্দরে কমলাকে দেখতে কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছে, টিভিতেও সেই ছবি আমরা

সবাই দেখেছি। ট্রাম্পের বক্তব্য,

এমন কিছু ঘটেনি, সব মিথ্যা কথা।

কোনো কারণ ছাড়াই নিজের জনসভার সঙ্গে তুলনা টেনে ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর সভায় এত লোক হয় যে আমেরিকার ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। ২০১৭ সালে তাঁর অভিষেকে এত লোক হয়েছিল, যা ১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিংয়ের 'মার্চ অন ওয়শিংটনকে'ও ছাড়িয়ে যায়। বলা ভালো, মার্টিন লুথার

কোনও বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণায়

কিংয়ের সেই ঐতিহাসিক সভায় আড়াই লাখের বেশি জনতার উপস্থিতি ছিল। অন্যদিকে সরকারি হিসেবে, ট্রাম্পের অভিযেকে এসেছিলেন বড়জোর হাজার কুড়ি এসব কথাবার্তা শুনে ট্রাম্পের

উঠেছে। সম্প্রতি তিনি দাবি

ফ্রান্সিসকোর মেয়র উইলি ব্রাউনের সঙ্গে এক হেলিকপ্টার ভ্রমণের সময় তিনি দুর্ঘটনায় পড়েন, অল্পের জন্য জানে বেঁচে যান। গল্পটা বেশ রগরগে, কিছুদিন আগে আততায়ীর গুলি থেকে তিনি বেঁচেছেন। কিন্তু মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন সমস্যা হলো, তা মোটেই সত্য

নয়। উইলি ব্রাউনকে এ কথা

করেছেন, কয়েক বছর আগে সান ওই কথা উল্লেখ করে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস লিখেছে,

জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর হাসতে হাসতে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। 'ও একটা আস্ত মিথ্যুক,' বলেছেন লোকটা আসলে মানসিক রোগে

এনপিআর জানিয়েছে, ফ্লোরিডায়

ভূগছে। পাবলিক রেডিও

COMING UP

করেন, সেখানে তিনি সব মিলিয়ে ১৬২ টি মিথ্যা কথা বলেন। ওয়াশিংটন পোস্ট গত চার বছরে ট্রাম্পের বলা মিথ্যার যে হিসাব রেখেছে, তাতে অবশ্য মোট সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৬ জানুয়ারির দাঙ্গা ও মার-আ-লাগোতে সরকারি নথি নয়ছয় করার অভিযোগে নতুন করে মামলা ঠুকেছেন বিশেষ কোঁসুলি জ্যাক স্মিথ। এতে ট্রাম্প এতটাই ক্ষিপ্ত হন যে নিজের মালিকানাধীন 'ট্রথ সোশ্যাল' ওয়েবসাইটে তিনি মধ্যরাতে আধঘণ্টায় ২৭টি বার্তা পোস্ট করেন। তাতে তিনি জ্যাক স্মিথের শ্রাদ্ধ করার পাশাপাশি বাইডেনের বিচার বিভাগকে তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন। বাইডেন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ করেন ট্রাম্প। এ কথার জন্য কোনো প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন অবশ্য তিনি দেখেননি। ট্রথ সোশ্যালে কমলার বিরুদ্ধেও ট্রাম্প কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। অতিসম্প্রতি তিনি অন্যের করা এমন এক পোস্ট আবার ছাপিয়েছেন, যেখানে ইঙ্গিত

রয়েছে। এর আগে আরেক পোস্টে তিনি কমলা ও উইলি ব্রাউন সম্পর্কে একই রকম কদর্য মন্তব্য করেছিলেন। ব্যাপারটা যে স্বাভাবিক নয়, তা সাংবাদিকদের নজর এড়ায়নি। ট্রাম্পের উপদেষ্টা ডেভিড আরবান সিএনএনকে জানিয়েছেন, তিনি ট্রাম্পকে অনেকবার বলেছেন এসব অবান্তর কথার বদলে তাঁর উচিত হবে অভিবাসন ও অর্থনীতির মতো জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলা। এখন সেটাই দরকার। কিন্তু তাঁর কথায় কোনো কাজ হয়নি। কমলা হ্যারিস ও তাঁর প্রচার শিবির ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে বলেই মনে হয়। কৃষ্ণকায় এই নারীর বিরুদ্ধে ট্রাম্প যত নোংরা কথা বলবেন, নারী ভোটারদের মধ্যে তাঁর সমর্থন তত কমবে। কিছুদিন আগে ট্রাম্প কমলার গাত্রবর্ণ নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। 'ওকে তো আমি ভারতীয় জানতাম, এখন দেখি হঠাৎ তিনি কৃষ্ণকায়,' ট্রাম্পের এই অভিযোগ মিথ্যা, কমলা বরাবরই নিজেকে একই সঙ্গে কালো ও দক্ষিণ এশীয় হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। গত সপ্তাহে সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মৃদু হেসে কমলা বলেন, 'এসবই পুরোনো রাজনৈতিক খেলা। এ প্রশ্ন বাদ দিন, অন্য কথা বলুন।' সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

নারী-পুরুষদের স্বনির্ভর করতে প্রশিক্ষণ শিবির



নাজমুস সাহাদাত 🔵 কালিয়াচক আপনজন: নারী-পুরুষের বেকারত্ব দূর করতে এবং স্বনির্ভর হবার জন্য মহিলাদের টেলারিং ও পুরুষদের ঘারেলু বিদ্যুৎ সেবার ট্রেনিং চলছে মানিকর্চকের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ সংস্থায়। বর্তমান সময়ে বহু পুরুষ উচ্চ শিক্ষা ও ডিগ্রী অর্জন করার পরেও চাকরির বেহাল দশার ফলে ধুকছে যুব সমাজ। একসময় সমাজে প্রচলিত ছিল পুরুষরাই পরিবারের দ্বায়িত্বভার সামলাবে আর মহিলারা সংসারের যাবতীয় কাজ। কিন্তু আগে কার সময় থেকে বদলেছে এখনকার সময় আর দ্রুতগতিতে বাড়ছে বড়ো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ শিক্ষায় পড়াশোনা করে মহিলারা নানা পরিক্ষায় সফলতার শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে যারা পৌঁছাতে পারছে না তাদের স্বরোজগারের ব্যবস্থা করতে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ সংস্থা

দিচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা।

মালদহের মানিকচকের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ সংস্থা নানান উদ্যোগের সঙ্গে মহিলাদের টেলারিং প্রশিক্ষণ ও পুরুষদের ঘারেলু বিদ্যুৎ সেবার ৩০ দিনের ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে পরিক্ষার ফলাফলে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সংস্থার ডিরেক্টর সুদিপ্ত সাহা জানান, আমাদের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ সংস্থার মহিলাদের টেলারিং এর ট্রেনার শ্রাবন্তি মন্ডল ও ঘারেলা বিদ্যুৎ এর ট্রেনার হচ্ছেন জয় সিং যাদব ও সিনিয়ার ফ্যাকাল্টি কৌশিক বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা সহযোগিতা করেন। এই সংস্থায় ৩৫ জনের টেলারিং ও ৩৫ জনের ঘারেলা বিদ্যুৎ সেবার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এতে তাদের একটাই সুবিধা যে তারা এই ট্রেনিং নেওয়ার পর নিজেরা দোকান বা মহিলারা বাড়িতে কাপড় সেলাই করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে।

শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন সেন্ট প্যাদ্রিক্সের মাতিন

আসিফা লস্কর 🔵 মগরাহাট **আপনজন:** অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু উদ্ধষিত এলাকার ছেলে মেয়েদের স্কুল মুখি করিয়ে এলাকার শিক্ষার হার বাড়ানোর এলাকার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অবদান কম নয়। মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মাতিন মল্লিক এবারে শিক্ষারত্ন সম্মান পাচ্ছেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে যোগাযোগ ব্যাবস্থা সহ বিভিন্ন দিক থেকে অ উন্নত এলাকা মগরাহাট ১. মগরাহাট ২ এবং মন্দিরবাজার তিন ব্লকের সংযোগ স্থল মগরাহা ১ নং ব্লকের লক্ষিকান্তপুর পঞ্চায়েত এলাকার মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুল অবস্থিত। এলাকাটি সংখ্যালঘুউদ্ধষিত এলাকা হিসাবে পরিচিত সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে এখানকার মানুষের জীবিকা চাষআবাদ। তিন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে সংখ্যার দিক



থেকে এই এলাকায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মানুষের বসবাস বেশি। যোগাযোগ ব্যাবস্থা খুব একটা ভালো নয় এমন জায়গায় স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা খুব কম ছিলো একসময় ২০০৫ সালে মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন আবদুল মাতিন মল্লিক। তিনি এবারে শিক্ষারত্ন সম্মান পাচ্ছেন। মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষারত্ন সম্মান পাওয়ার খবর শুনে খুশি স্কুলের সহ শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা এবং এলাকার বাসিন্দারা। প্রধান শিক্ষক আবদুল মাতিন মল্লিক জানান, ২০০৫ সালে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেওয়ার সময় স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কম ছিল।

মাওলানা মাইনুল পাচ্ছেন শিক্ষারত্ন সম্মান

জাকির সেখ

মূর্শিদাবাদ

আপনজন: ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন হরিহরপাড়া হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক (আরবী) মাওলানা মোঃ মাইনুল ইসলাম। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রজীবনে তিনি মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির দাবিতে আন্দোলনও করেছিলেন তিনি। বর্তমানে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার চেয়ারম্যান এবং জেলা জমিয়তে উলামার সহ সম্পাদক পদে রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি কমিটির সদস্য (গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার পঃবঃ সরকার) এছাড়াও লেখক হিসেবেও তার পরিচিত রয়েছে রাজ্যজুড়ে। মাওলানা মোঃ মাইনুল ইসলাম শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাবেন এই খবর পেয়ে খুশি তার সহকর্মী, ছাত্র ছাত্রীসহ সংগঠনের



কর্মী সমর্থকরা। ২০০৩ সালে নওদা থানার শ্যামনগর হাইস্কুলে (এইচ. এস) আরবী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন তিনি। পরে হরিহরপাড়া হাই স্কুলে এইচ. এস) বদলি হয়ে আসেন। মাওলানা মোঃ মাইনুল ইসলাম 'হিন্দু মুসলিম দুই জাতি এক জাতীয়তাবাদ', 'শৈশবের সোনার খনি', 'বিশ্বের দরবারে ইসলামী অর্থ বন্টন', হৃদয়ের দাওয়া সহ প্রায় চৌদ্দটি বই লিখে মানুষের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মাইনুল ইসলাম বলেন, গত বুধবার শিক্ষারত্বের বিষয়ে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে মেল এবং ফোন মারফত জানানো হয়েছে। জেলার ডি. আই অফিস থেকেও এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে।

বদল নয় বদলা চাই, রাজনগরে ভ্মকি তৃণমূল বিধায়কের

আপনজন: গত ২৮ শে আগস্ট মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজিকর এর ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং বিজেপির বাংলা চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৩০ শে আগস্ট তুনমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজে কলেজে অবস্থান বিক্ষোভ।৩১ শে আগস্ট ব্লক অফিসের সামনে তুনমূল কংগ্রেসের অবস্থান এবং ১ লা সেপ্টেম্বর মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন রাজ্য ব্যাপী।সেই মোতাবেক ১ লা সেপ্টেম্বর রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ন্যায় বীরভূম জেলার প্রতিটি ব্লক পর্যায়ে মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। অনুরূপ এদিন আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুনী মহিলা চিকিৎসককে ধর্যণ ও খুনের প্রতিবাদ করে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে রাজনগর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় । রাজনগর ব্লক এলাকার পাঁচটি অঞ্চলের প্রায় দুই

হাজার মহিলা তৃণমূল কর্মী এই

ছিলেন সিউডি বিধানসভা কেন্দ্রের

মিছিলে অংশ নেন। উপস্থিত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ

বীরভূম



সভাপতি সুকুমার সাধু, মহিলা সভানেত্রী চিত্রলেখা রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। মিছিলের পর একটি পথসভা করা হয়। সেই পথসভায় সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়টোধুরী বলেন, আর জি করের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং দোষীদের ফাঁসির দাবিও জানানো হয়েছে। কিন্তু সিপিআইএম, কংগ্রেস আর বিজেপি এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে। তারই প্রতিবাদ করে বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই তাদের বড় বড় কথা। আগে

বদলা চাই। এরকমভাবেই বিজেপিকে হুমকি দিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। অনুরূপ খয়রাসোল ব্লক মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, রাজ্য মহিলা তণমল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা অসীমা ধীবর, খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রান্তিকা চ্যাটার্জী,সহ-সভানেত্রী কেনিজ রাশেদ, রুনু সিংহ প্রমুখ নেতৃত্ব। এরূপ কর্মসূচি দুবরাজপুর, ইলামবাজার, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট সহ জেলার প্রতিটি ব্লক এলাকায় হয়েছে।

শিক্ষকের অবসরে পড়ুয়াদের আর্জি, 'স্যার আমাদের ক্ষমা করে দেবেন'

এম মেহেদী সানি 🔵 বনগাঁ আপনজন: সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, তিনি আর বিদ্যালয়ে আসবেন না, খবর পেয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্তমানের পাশাপাশি প্রাক্তন পড়ুয়ারাও৷ তাঁদের প্রিয় স্যারকে বিদায় জানাতে আবেগাপ্লত হয়ে অশ্রুসজল চোখে অস্ফুট স্বরে তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে. 'স্যার আমাদের ক্ষমা করে দেবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন।' নিজেকে সামলে নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ও তাঁর জন্য দোয়া করতে বলেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের গাদপুকুরিয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মশিয়ার রহমান মল্লিকের অবসর গ্রহণের দিন এমনটাই চিত্র দেখা গেল। রবিবার এই উপলক্ষে মাদ্রাসার সেমিনার হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে বক্তারা তাঁর শিক্ষকতা জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে উচ্ছুসিত প্রশংসা

করেন। জানা গিয়েছে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে সুশিক্ষার আলো জ্বালাতেই অত্যন্ত সাধারণ পরিবার



থেকে উঠে এসে মশিয়ার সাহেব অভিভাবকদের মুখে ছিল বিদায়ী শিক্ষকের প্রশংসা। তাঁদের প্রিয় মাদ্রাসাটিতে চাকরিতে যোগ দেন ১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর। সেই স্যারকে বিদায় জানাতে এসে সকলেই কার্যত ভারাক্রান্ত হন। শিক্ষকতা করে এসেছেন। মাদ্রাসায় বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গরীব, বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুঃস্থ পড়ুয়াদের নিঃস্বার্থভাবে রণঘাট অঞ্চল হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শান্তন দে অবসর সময়ে পাঠদান-সহ, তাদের মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়তের প্রধান প্রয়োজনীয় বই-খাতা এমনকি দেবব্রত মণ্ডল, বিশিষ্ট সাংবাদিক আথকভাবেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মশিয়ার মল্লিক এম এ হাকিম, মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সম্পাদক মজিদ মণ্ডল, সাহেব পড়য়াদেরকে নিজেদের সমাজকর্মী লুতফর রহমান, কঙ্কন সেরাটা দেওয়ার জন্য সমস্ত হালদার, দীপক ঘোষ, আব্বাস শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। মণ্ডল, শহীদুল্লাহ মণ্ডল, মাদ্রাসার অবসর গ্রহণের দিন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর স্মৃতি প্রাক্তন সম্পাদক আসিরুদ্দিন মণ্ডল, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী রোমন্থনে হৃদয়স্পর্শী পরিবেশ তৈরি হয়। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করে ও এলাকার বাসিন্দারা। সমগ্র এলাকার অনেক প্রাক্তনী থেকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক মিনহাজউদ্দিন মণ্ডল। সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং

পানজিপারা ফাঁড়িতে বাঁকুড়া জিলা পুলিশ দিবসে অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া 🗕 ইসলামপুর আপনজন: রবিবার ইসলামপুর পুলিশ জেলার গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত পানজিপারা আউট পোস্টের ও.সি. দিব্যেন্দু দাসের উদ্যোগে পুলিশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিগুলির উদ্দেশ্য ছিল শুধু পুলিশকর্মীদের অবদানের প্রতি সম্মান জানানো নয়, সমাজে পুলিশের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা। দিনের শুরু হয় একটি বর্ণাঢ্য বাইক মিছিল দিয়ে, যেখানে স্থানীয় পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সচেতনতা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং পুলিশ ও সমাজের মধ্যে আরও ভালো যোগাযোগ স্থাপন করা। বাইক মিছিলটি পানজিপারা আউট পোস্ট থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। এরপর একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে

পুলিশকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা

মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ

লাগান। এই উপলক্ষে ও.সি.



থেকে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে

দিব্যেন্দু দাস বলেন, "প্রকৃতির সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব, এবং পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধরনের কর্মসূচি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে না, বরং পুলিশ এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা মজবুত করে।"এই অনুষ্ঠানে, ও.সি. দিব্যেন্দু দাস পুলিশকর্মীদের তাদের নিষ্ঠাবান সেবার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতেও এই ধরনের সামাজিক কার্যকলাপে পুলিশের সমর্থনে এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। এই আয়োজন গোয়ালপোখর থানার পানজিপারা আউট পোস্ট এবং পুলিশকর্মীদের প্রতি সমাজে

একটি নতুন ইতিবাচক ধারণা তৈরি

স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক পাচ্ছেন শিক্ষারত্ন



ইংরেজীর শিক্ষক রক্তিম মুখার্জি। এই খবরে খুশির হাওয়া বাঁকুড়া জিলা স্কুলে। ২০০৪ সালে বাঁকুড়া জিলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। তাঁর 'শিক্ষারত্ন' প্রাপ্তির খবরে খুশী পড়ুয়ারাও। প্রতিটি পাঠ্য তিনি খুব সুন্দরভাবে বোঝান বলেও ছাত্ররা জানিয়েছে। 'শিক্ষারত্ন' পেতে যাওয়া শিক্ষক রক্তিম মুখার্জী বলেন, 'আমি সত্যিই আপ্লুত। যাদের সাথে আমার সব থেকে বেশী যোগাযোগ সেই ছাত্ৰ সমাজকে আগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই'। মানুষ গড়ার কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পেয়ে বাবা, মা, পরিবার সহ সহকর্মীদের প্রতি তিনি

কৃতজ্ঞ বলেও জানান।

হবিবপুর ধর্ষণ কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়িতে মন্ত্ৰী সাবিনা ইয়াসমিন



দেবাশীষ পাল 🍑 মালদা আপনজন: মালদার হবিবপুর ধর্ষণ কান্ডে নির্যাতিতার বাড়িতে গেলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। নির্যাতিতার পরিবার সহ নির্যাতিতার পডাশুনা থেকে শুরু করে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নির্যাতিতার বাড়িতে আজ সকালে যান রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রীর সাথে এদিন উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর ব্লকের বিডিও,হবিবপুর ব্লক সভাপতি কিষ্টু

মুর্মু, আদিবাসী নেতা অমল কিস্কু,

সাহা সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা। আজ মন্ত্রী তাদের বাড়িতে এসে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাদের পাশে সব সময় থাকার আশ্বাস পরিবার যদি রাজি থাকে তাহলে নির্যাতিতার পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব নেবে। এছাড়াও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন বিজেপি এখানে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। যদিও ধর্ষক বিজেপি কর্মী হিসেবে

তৃণমূল নেতা পিয়ুষ মন্ডল, সমীর

দেন। তার পাশাপাশি তিনি জানেন এলাকায় পরিচিত। আমি চাই যে দোষী তার যেন কঠোরতম শাস্তি হয়।কোন রাজনৈতিক রং না দেখে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বালুরঘাটে পালিত



ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালরঘাট আপনজন: বালুরঘাটে সাড়ম্বরে পালিত হল পুলিশ দিবস। ডিএসপি (ট্রাফিক), বালুরঘাট থানার আইসি ও বালুরঘাট ট্রাফিক পুলিশের আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে 'পুলিশ ডে'-এর অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বেলুন উড়িয়ে।পাশাপাশি এদিন একটি র্যালি বের করা হয়। সবুজ পতাকা নেড়ে র্যালির সূচনা করেন ডিএসপি ট্রাফিক বিলল মঙ্গল সাহা, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা এবং বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের আইসি অরুণ কুমার তামাং। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পরিক্রমা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' এর বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেন। এদিন বিভিন্ন গাড়িচালকদের সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক বার্তা দেয়া হয়।

ইলামবাজারে কর্তব্যরত বর্ধমানে লিটল ম্যাগাজিন মেলা



নিয়ে সভা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম 🔵 বর্ধমান আপনজন: বর্ধমান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে বর্ধমান লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৪ এর প্রস্তুতি সভা আজ বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চর্চা কেন্দ্রের পক্ষে সম্পাদক রাজেশ হালদার জানান. এই বছরের মেলা আগামী ২২. ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।সভায় উপস্থিত ছিলেন চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি বিমলানন্দ রায়, মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগা সম্পাদক সুকান্ত দে, ইন্দ্রনীল বক্সী এবং চর্চা কেন্দ্রের সকল সদস্য। এছাডাও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরবিন্দ সরকার, দেবেশ ঠাকুর, নিয়াজুল হক সহ শহরের প্রায় সব প্রবীণ ও নবীন লেখক, শিল্পী, ও সংস্কৃতি

নাৰ্সকে শ্লীলতাহানি আমীরুল ইসলাম 🗶 বোলপুর

আপনজন: আরজি করের পর বীরভূম। সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় নার্সের শ্লীলতাহানি। থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হলে, আগামীকাল থেকেই কর্মবিরতি। বীরভূমের ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘটনা। বীরভূমের ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে এক যুবক চিকিৎসা করতে আসে। সঙ্গে তার পরিবারও ছিল। এমার্জেন্সি বিভাগে স্ট্রেচারে চিকিৎসার সময় মহিলা নার্সকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। কর্তব্যরত নার্সের অভিযোগ, ইমারজেন্সিতে ট্রিটমেন্ট অবস্থায় তার গায়ে হাত দিয়ে অসভ্য আচরণ করে । মুহূর্তের মধ্যে এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইলামবাজার ব্লক প্রথম

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে ইলামবাজার থানার পুলিশ।

গ্রেফতার ঐ যুবক। আজ সকাল থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স থেকে শুরু করে সকল কর্মীরা একত্রিত হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং একটি প্রতিবাদ মিছিল ইলামবাজারে পথ পরিক্রমা করে অভিযুক্ত শাস্তির দাবিতে। পরে বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নার্সদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে।

শিক্ষক দিবসে কালো ব্যাজ পরার আহ্বান

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান ও অতি দ্রুত ন্যায্য বিচারের দাবিতে রাজ্যের হাইস্কুল শিক্ষক সংগঠন অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কালো ব্যাজ পরে শিক্ষক দিবস পালনের কর্মসচী ঘোষণা করেছে। রাজ্যের সকল স্তরের স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিক্ষক দিবসের দিন কালো ব্যাজ পরিধান করে শিক্ষক দিবস উদযাপনের

বার্তা দেওয়া হয়েছে । আর জি কর

নিজস্ব প্রতিবেদক

কলকাতা



ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দোষীদের শাস্তি দেওয়া না হওয়ায় শিক্ষক সমাজ উদ্বিগ্ন। তাদের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে : ক্ষক দিবসে দিচ্ছি ডাক, আর জি কর বিচার পাক। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন গরাই আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে এই কর্মসূচীতে সকলকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

গোবরডাঙ্গায় বিক্ষোভ..



আপনজন: আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে গোবরডাঙ্গা শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী-কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভ করল গোবরডাঙ্গার পিকোলা মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মাননীয়া বুলি দত্ত, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ডু, রত্না চৌধুরী প্রমুখ। এই কর্মসূচিতে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌর প্রধান ও তৃণমূল নেতা শংকর দত্তকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ছবি ও তথ্যঃ এম মেহেদী সানি

ইন্দাস ব্লক কমিটি ইমাম পরিষদের



আর এ মণ্ডল 🔵 ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের আদি সংগঠন "বাঁকুড়া জেলা ইমাম পরিষদ।" সেই সংগঠনের উদ্যোগ ও আহ্বানে ইন্দাস ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ ১ সেপ্টেম্বর ইন্দাসের মির্জাপুর মসজিদে উপস্থিত হন। এই নির্বাচনী সভায় একজন উপদেষ্টা এবং ৯ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ইন্দাস ব্লক ইমাম পরিষদের নব নির্বাচিত উপদেষ্টা মাওঃ মুহাম্মদ ইউনাস (সেনা বাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ও ইমাম), সভাপতি হাফিজ সোহরাব,সম্পাদক মওলানা মঈনউদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মাওঃ আহমদ আলী,সহ সভাপতি মাও আজিজুল ইসলাম ও হাফিজ নুরুল ইসলাম,সহ সম্পাদক মাও জহিরউদ্দিন ও মাও আজিজুল ইসলাম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মওলানা শরিফুল ইসলাম, জেলা কোষাধ্যক্ষ হাজী নিজামুদ্দিন।

রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিক, ভায়াদোলিদের জালে বার্সেলোনার ৭ গোল



আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৭:০ ভায়াদোলিদ এই বার্সেলোনাকে দেখা যায়নি অনেক দিন। একের পর এক বল জডাচ্ছে প্রতিপক্ষের জালে। একেকটার এক সৌন্দর্য। এদিকে গোলে গোলে তৈরি হচ্ছে নতন রেকর্ড। আজ বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে গোল আর রেকর্ডের এই ছড়াছড়ি দেখিয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল। লা লিগার খেলা বার্সেলোনা রিয়াল ভায়াদোলিদকে বিধ্বস্ত করেছে ৭-০ গোলে। রাফিনিয়া করেছেন হ্যাটট্রিক। গোলদাতার খাতায় নাম লিখিয়েছেন রবার্ট লেভানডফস্কি, দানি ওলমো, জুলস

কুন্দে আর ফেরান তোরেসও। আর গোল না করলে সহায়তা করে নতুন রেকর্ড গড়েছেন কিশোর প্রতিভা লামিনে ইয়ামাল। ভায়াদোলিদের বিপক্ষে বড় ব্যবধানের জয়ের সুবাদে লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান সংহত করেছে বার্সেলোনা। প্রথম চার ম্যাচ থেকে বার্সার মতো ১২ পয়েন্ট তোলার সুযোগ নেই আর কোনো দলেরই। ম্যাচে একের পর এক গোল করা বার্সেলোনা প্রথমবার জাল খুঁজে পায় ২০তম মিনিটে। পাউ কুবারসির কাছ থেকে পাওয়া বলে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রাফিনিয়া। এর চার মিনিট পরই বার্সেলোনাকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন লেভানডফস্কি। এই গোল বানিয়ে দেন ইয়ামাল। প্রথমার্ধের বিরতির আগমুহুর্তে রাফিনিয়ার অ্যাসিস্টে

কুন্দে করেন তৃতীয় গোল।

প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের মুখ খুলতে খানিকটা সময় লেগেছে বার্সার। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের জটলার ভেতর লেভানডফস্কির পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রাফিনিয়া। আট মিনিট পর ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড পেয়ে যান হ্যাটট্রিকের গোলও। মাঠের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দৌড়ে রাফিনিয়াকে দারুণভাবে বল বাড়িয়ে দেন ইয়ামাল। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এটি রাফিনিয়ার প্রথম হ্যাটট্রিক। আর ইয়ামালের এটি লা লিগায় অষ্টম অ্যাসিস্ট। এর মাধ্যমে একটি নতুন রেকর্ড গড়েন ১৭ বছর বয়সী এই

কিশোর। লা লিগায় এখন

পর্যন্ত ৪২ ম্যাচ খেলে ১৪টি গোলে (৬ গোল ৮ অ্যাসিস্ট) যুক্ত থেকেছেন ইয়ামাল। একুশ শতকে বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগেই এমন কীর্তি আর কারও নেই। ইয়ামাল পেছনে ফেলেছেন বোহান কিরকিচের ১৩ গোলের সংশ্লিষ্টতার রেকর্ড। ৫ গোল হয়ে যাওয়ার পর বার্সার খেলোয়াড়দের মধ্যে ততক্ষণে 'গোলের নেশা' পেয়ে বসেছে। ৮২ মিনিটে গোলদাতার খাতায় নাম লেখান কিছুদিন আগে বার্সায় নাম লেখানো ওলমো। অ্যাসিস্ট করেন বদলি নামা তোরেস। তিন মিনিট পর গোলদাতা হিসেবে উচ্ছাসের কেন্দ্র হয়ে ওঠেন তোরেসও। রাফিনিয়ার অ্যাসিস্টে করেন নিজের প্রথম এবং দলের সপ্তম গোল। সব মিলিয়ে ম্যাচে ১১টি শট লক্ষ্যে রেখে ৭ টিতে গোল আদায় করে নেয় বার্সেলোনা।

অবশেষে মেসির মাঠে ফেরার তারিখ জানালেন মাতিনো



আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার ফাইনালে অ্যাক্ষেলের চোটে পড়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যান লিওনেল মেসি। সেই চোটের পর গত দেড় মাস মাঠের বাইরেই আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। আজ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) শিকাগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মেসির মাঠে ফেরার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

এই ম্যাচ দিয়ে মেসির মাঠে না ফেরার ঘটনা ভক্ত–সমর্থকদের উদ্বেগও বেশ বাড়িয়েছে। তবে শিকাগোর বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয়ের পর মেসির ফেরার তারিখ জানিয়েছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। পাশাপাশি মেসির প্রতিনিয়ত ফিটনেস ফিরে পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন এ আর্জেন্টাইন কোচ।

সাম্প্রতিক সময়ে চোটের কারণে বেশ ভুগেছেন মেসি। বিশেষ করে কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে প্রায় নিয়মিত বিরতিতে চোটে পড়তে দেখা গেছে তাঁকে। ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট বলছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মেসি এখন পর্যন্ত চোটে পড়েছেন ছয়বার। তবে এবারের মতো লম্বা সময়ের জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে

থাকতে হয়নি। লিগামেন্টের চোটে সব মিলিয়ে মেসি মাঠের বাইরে আছেন ৪৭ দিন। এর চেয়ে বেশি সময়ের জন্য মেসির মাঠের বাইরে থাকার দৃষ্টান্ত খুবই কম। তা ছাড়া বয়স ও ফিটনেস বিবেচনায় নিলেও মেসির এই চোট উপেক্ষা করার মতো নয়। তবে আপাতত মার্তিনোর কথা থেকেই স্বস্তি খুঁজে নিতে পারেন মেসি-ভক্তরা। তিনি জানিয়েছেন আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এমএলএসে ইন্টার মায়ামি-ফিলাডেলফিয়া ম্যাচ দিয়েই মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন মেসি। অর্থাৎ ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচেই মাঠে দেখা যাবে মেসিকে। শিকাগোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মার্তিনো বলেছেন, 'লিও খুব ভালো করছে এবং অনুশীলনে দলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। আমরা ভেবেছি যে এই ম্যাচে সে আমাদের সময় দিতে পারে, আবার এটাও ছিল যে পরের ১৫ দিনের মধ্যে বিবেচনা করাটা ভালো হতে পারে। আমরা এ বিষয়ে আলাপ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে দ্বিতীয় বিকল্পটাই বেশি ভালো। ফলে আমরা এখন তাঁকে ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে খেলানোর লক্ষ্য স্থির

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, তবুও সুপার সিক্সে মহামেডান



মোস্তাফিজুর রহমান

নৈহাটি আপনজন ডেস্ক: সমীকরণ ছিল; শেষ ছয়ে জায়গা করতে গেলে জিততেই হত মহামেডানকে।নতুবা তাকিয়ে থাকতে হত ইউনাইটেডের হারের দিকে। ইউনাইটেড হারল, মহামেডান সূপার সিক্সেও জায়গা করে নিল। তবে ইউনাইটেডের দয়ায় বলবো

না বরং নিজের কৃতিত্বেই হয়তো

যেত বৃষ্টি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে। রবিবাসরীয় দুপুরে নৈহাটিতে প্রত্যাশা মতোই মেসারার্সের সাথে প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় মহামেডান। ৬ মিনিটের মাথায় সাকা গোল করেন।প্রথম একাদশের মহীতোয সজল তন্ময়'দের মতো একাধিক সিনিয়র খেলোয়াড় ছাড়াই আক্রমনাত্মক শুরু করে হাকিম, বেলাল খানদের মহামেডান

স্পোর্টিং। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির থাবায় ম্যাচ বেশী এগোনো সম্ভব হয়নি।ফলে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষনা করতে বাধ্য হন রেফারি।ম্যাচের বাকি অংশটি দু-একদিনের মধ্যেই অনষ্ঠিত হবে বলে জানান আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। এদিকে সুপার সিক্সে নির্ধারিত হয়ে গোলে ৬ টি দল। দলগুলি যথাক্রমে: ডায়মন্ড হারবার, ভবানীপুর, ইস্টবেঙ্গল, সুরুচি সংঘ, মহামেডান ও কাস্টমস। অপরদিকে প্রস্তুতি ম্যাচে আবার

জয় পেল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের আইএসএল স্কোয়াড।প্রদর্শনী ম্যাচের পর এদিন অনুশীলন ম্যাচেও কোঝিকড়ের কালিকট ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারায় কলকাতার অন্যতম প্রধান। মহামেডানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফরওয়ার্ড ছাররা। পরপর দুই ম্যাচ জিতে আইএসএলে ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী টিম ম্যানেজার দীপেন্দু বিশ্বাস। দলের খেলায় উচ্ছুসিত দীপেন্দু

বিশ্বাস দলের খেলোয়াডদের খেলায় যে বেশ সম্বন্ধ তা তাঁর ফোনের ওপারে গলা শুনেই বোঝা গেল।

সিপিএল খেলে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন ব্রাভো



আপনজন ডেস্ক: অবসর ঘোষণা করলেন ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভো। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) চলতি আসরে ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলে পাকাপাকি ভাবে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিদায়ের কথা জানালেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। ২০২১ সালে সর্বশেষ জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা ব্রাভো ২০২২ সাল পর্যন্ত আইপিএল

২০২৩ সাল থেকে চেন্নাইয়ের বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তবে আইপিএল থেকে অবসর নিলেও বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছিলেন ব্রাভো। এ বছর খেলেছেন টেক্সাস সুপার কিংসের হয়ে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত জানান ব্রাভো। তিনি লিখেছেন, 'একটা দুৰ্দান্ত যাত্রা শেষ করতে চলেছি। আমার দেশবাসীর সামনে শেষ পেশাদার প্রতিযোগিতায় খেলব। এই প্রতিযোগিতা খেলার অপেক্ষায় রয়েছি। আমাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। সেই দলের হয়েই শেষ বার খেলব।'

উল্লেখ্য, ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন ব্র্যাভো। দ্বিতীয় দফায় ২০২৩ থেকে খেলছেন সিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। এখনো পর্যন্ত সিপিএলে ১০৩টি ম্যাচ খেলেছেন ৪০ বছরের অলরাউন্ডার। করেছেন ১১৫৫

১২৮টি উইকেটও রয়েছেন তার ঝুলিতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪০টি টেস্ট. ১৬৪টি ওয়ানডে এবং ৯১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ব্র্যাভো। ২০২১ সালে শেষবার টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন। দেশের হয়ে ২০১২ এবং ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন।

বিপিএলে করা গেইলের ছক্কার রেকর্ড ভেঙে দিলেন আয়ুশ বাদোনি



আপনজন ডেস্ক: বিধ্বংসী ব্যাটারের প্রমাণ আইপিএলে দিয়েছেন আয়ুশ বাদোনি। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে শেষ দিকে কয়েক বল খেলার স্যোগ পেয়ে বেশ কিছু ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন। উইকেটের চারপাশে '৩৬০ ডিগ্রি' ব্যাটারের তকমাও জুটেছে তার নামের পাশে। সেই '৩৬০ ডিগ্রি' ব্যাটার বাদোনি এবার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার কীর্তি গড়েছেন ভারতের উদীয়মান ব্যাটার। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে নর্থ দিল্লি স্ত্রাইকার্সের বিপক্ষে ১৯ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ডটা নিজের

করে নিয়েছেন সাউথ দিল্লি সপারস্টারজের ব্যাটার। এতে ভেঙেছে গেছে এতদিন ১৮ ছক্কা নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে থাকা ক্রিস গড়োছলেন গেহল।

গেইল ও সাহিল চৌহানের রেকর্ড। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ১৮ ছক্কার রেকর্ড সেদিন ঢাকা ডায়নামাইটেসর বিপক্ষে ৬৯ বলে ১৪৬ রান করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি। আর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সাইপ্রাসের বিপক্ষে কীর্তি গডেছিলেন এস্তোনিয়ার ব্যাটার চৌহান। দুজনের সেই রেকর্ড আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নিজের করে নিয়েছেন বাদোনি। ৫৫ বলে ১৬৫ রানের

ইনিংস খেলেছেন সুপারস্টারজের অধিনায়ক। বাদোনির ৮ চার ও ১৯ ছক্কার ইনিংসটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ইতিহাসে তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তিগত ইনিংস। শুধু বাদোনি রেকর্ড গড়েননি, তার সতীর্থ প্রিয়াশ আর্যও করেছেন। ৫০ বলে ১২০ রানের ইনিংস খেলার পথে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন আর্য। ১২ তম ওভারে বাঁহাতি স্পিনর মনন ভরদ্বাজের ছয় বলকে লং অন আর লং অফ দিয়ে ছক্কা মেরে এই কীৰ্তি গড়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার। সপ্তম ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে এই রেকর্ড গড়েছেন

দ্বিতীয় উইকেটে ২৮৬ রানের জুটি গড়েন আর্য-বাদোনি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে যে কোনো জুটিতে যা সর্বোচ্চ। আগের বিশ্বরেকর্ডটি ছিল জাপানের লাচলান ইয়ামামোতো-ফ্লেমিংয়ের। চীনের বিপক্ষে ২৫৮ রান করেছিলেন তারা। বাদোনি-আর্যর জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেটে ৩০৮ রান করে সুপারস্টারজ। যা ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল মঙ্গোলিয়ার ৩ উইকেটে ৩১৪ রান। রান তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৯৬ রান করে নর্থ

কুমির আতঙ্কের মধ্যেই ভাগীরথী নদীতে ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুর্শিদাবাদ আপনজন: কুমির আতঙ্ক নিয়েই রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় শুরু হল ভাগীরথী নদী বক্ষে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা ।রবিবার সকালে আহিরণ ঘাট থেকে এই প্রতিযোগিতার সচনা করেন মর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা এবং জঙ্গিপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ খলিলুর রহমান । বিকেলে এই প্রতিযোগিতা শেষ হয় বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাটে । ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায়



মোট ১৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সাঁতার কাটতে জলে নেমেছেন মাত্র ৯ জন। তাদের মধ্যে আটজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। কোনও বিদেশি প্রতিযোগী এবার ৮১ কিলোমিটার বিভাগে অংশগ্রহণ করেন নি । সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের দীর্ঘতম এই সাঁতার

প্রতিযোগিতাতে অতীতে এত কম প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন নি । ভাগীরথী নদী বক্ষে একটি কুমির দেখা যাওয়ার পর উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হয় নি । সাঁতারুদের সাথে শুরু থেকেই রয়েছে বনদফতর এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনী । সাঁতার প্রতিযোগিতা পথে যাতে কুমিরের দেখা মিললে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্ৰহণ করা যায় তার জন্য ছিল যাবতীয় বন্দোবস্ত। তবে শেষমেষ নির্ভীক নেই শেষ হয়েছে সাঁতার প্রতিযোগিতা পর্ব।

অবশেষে থামল লেভারকুসেনের যাত্রা

আপনজন ডেস্ক: কতবার যে গত মৌসুমে লেখা হয়েছে কথাগুলো– ম্যাচের অন্তিম মুহুর্তের গোলে বায়ার লেভারকুসেনের জয় অথবা যোগ করা সময়ের গোলে জাবি আলোনসোর দলের ড্র! গত মৌসুমে লেভারকুসেনের জন্য এটা যেন 'নিয়ম'-এ পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই লেভারকুসেনই গতকাল হারল ম্যাচের শেষ দিকে গোল খেয়ে! ৪৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া লাইপজিগ একটি গোল শোধ করে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে। ৫৭ মিনিটে সমতায় ফেরে তারা। এরপর ৮০ মিনিটের গোলে বন্দেসলিগার ম্যাচটিতে লেভারকুসেনকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে লাইপজিগের লইস ওপেনদার ওই গোলে বুন্দেসলিগায় বিস্মৃতপ্রায় হারের তেতো স্বাদ পেল লেভারকুসেন। লিগে টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এই হার আলোনসোর দলের। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে একটি ম্যাচই হেরেছিল লেভারকুসেন। সেটি ইউরোপা লিগের ফাইনালে, আতালান্তার কাছে। আর জার্মান বুন্দেসলিগায় তারা সর্বশেষ হেরেছিল ২০২২ -২৩ মৌসুমের শেষ দিন বোখুমের কাছে–৪৬২ দিন আগে। লেভারকুসেনের কোচ আলোনসো বলেছেন, 'এটা ভালো ইঙ্গিত নয়। এটা আমাদের শোধরাতে হবে এবং আরও ভালো খেলতে হবে।'





সোনারপুরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক জয়ীদের সংবর্ধনা ও পরীক্ষার্থীদের বেল্ট প্রদান

সাদ্ধাম হোসেন মিদ্ধে 🛡 সোনারপুর আপনজন: দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলার সোনারপুরের তিহুরীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল ঘরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক জয়ীদের সংবর্ধনা ও পরীক্ষার্থীদের বেল্ট প্রদান করা হল। সংবর্ধনা ও বেল্ট প্রদান অনুষ্ঠান টি হয় ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত।এদিনের কর্মসূচির আয়োজন করে 'সিশাঙ্কাই বেস্ট অব বেস্ট মার্শাল আর্ট একাডেমি।²

এদিনের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন 'অল ইন্ডিয়া সিসেঙ্কাই সিত রিও ক্যারেটে ডু ফেডারেশন আয়োজিত কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত 'অষ্টম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ এবং 'ইন্ডিয়ান চ্যালেঞ্জার কাপ ২০২৪' প্রতিযোগিতায় পদক জয়ীরা। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন মোট ৩৫ জন। এঁদের স্বর্ণ পদক জয়ী ১০ জন। রোপ্য পদক জয়ী ১১ জন। ১৪ জন ব্রোঞ্জ পদক

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন পরীক্ষা নেওয়া হয়



গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন বেল্ট প্রাপ্ত হন। এদিন পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুখ্য পরীক্ষক শিহান শুভঙ্কর দাস, সহযোগী পরীক্ষক শেনশি গোবিন্দ গায়েন, শেনশি মিঠুন প্রশন্ন ও সুমন গায়েন। উপস্থিত ছিলেন সহ প্রশিক্ষক সৌমিত্র রায় চৌধুরী, রাজকুমার

মন্ডল, অঙ্কনা মন্ডল ও অনুশ্ৰী

দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন

শান্তি গোপাল মন্ডল।

তিহুড়ীয়া মিলন সংঘের সম্পাদক

শিক্ষার্থীদের। পরীক্ষায় অংশ

আর্ট একাডেমি'-র সভাপতি তথা প্রধান প্রশিক্ষক নিতাই মন্ডল বলেন, এবছরে তুলনায় পরের বছর আমাদের একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি সংখ্যক পদক পাবে বলে আমরা আশাবাদী। তিনি বলেন এতো সংখ্যক পদক জয় আমার গুরুজি তথা 'অল ইন্ডিয়া সিশেঙ্কাই সিত রিও ডু ফেডারেশন'-এর প্রধান হানসি প্রেমজিৎ সেনের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হতো না। সেজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

'সিশাঙ্কাই বেস্ট অব বেস্ট মার্শাল

